

রঙেই দুর্ঘটনা

সৌন্দর্যায়নের নামে
ভুলভাল পদক্ষেপ রাজ্যের
মন্ত্রীদেব। তার জেরে
ফ্লাইওভারে পর পর দুর্ঘটনা।
চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে
পিচরাস্তার উপর রঙ
লাগানো হয়। তার উপর
বৃষ্টি পড়তেই একের এক
পর বাইক আরোহী ছিটকে
পড়লেন! দায় কে নেবে?



জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in

f /DigitalJagoBangla

:/jagobangladigital

/jago_bangla

www.jagobangla.in

তৈরি মোদি-বিরোধী মাখি জনতা
পার্টি, নিমেষেই ৩ লক্ষ অনুগামী



কলকাতায় অবৈধ অস্ত্র
কারখানার হৃদিশ মিলল



বৃষ্টিহীন পূজো

পূজোর কদিন
হালকা বৃষ্টির
সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গ
জুড়ে। পঞ্চমীর দিন
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
অষ্টমী থেকে এই পরিস্থিতি
অনেকটাই কাটবে। ভারী
বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৩৫ • ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ • ২৭ আশ্বিন ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 135 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 15 OCTOBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

যন্তুর মন্তরে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর অপরাধে জেল!

বাঁচাতে হবে ভারতমাতাকে তরুণ প্রজন্মকে ডাক নেত্রীর



প্রতিবেদন : দিল্লির যন্তুর মন্তরে মঙ্গলবার
(১৩ অক্টোবর) প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে
ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) দুই
নেতা সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রান্ধা
গ্রেফতার হয়েছিলেন। বুধবার তাঁদের ৫
দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল দিল্লির
আদালত। সিজেপি-র দুই নেতার জেল

লেহরা দো তিরঙ্গা
শুক্রবার দিল্লি-সহ দেশ জুড়ে
কর্মসূচির ডাক ককরোচদের

হেফাজতের ঘটনায় প্রতিবাদে সরব
হয়েছেন ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব।
স্কোডে ফেটে পড়েছেন মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্যদিকে আগামী শুক্রবার দিল্লিতে নতুন
বিক্ষোভ-কর্মসূচির ডাক দিলেন ককরোচ
জনতা পার্টির (সিজেপি) আহ্বায়ক
অভিজিৎ দীপকে। দিল্লির কনট প্লেনে

‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ বা ‘তেরঙা ওড়াও’
অভিযানে দেশের জাতীয় পতাকা হাতে
নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে শামিল হওয়ার
আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
নাম না করে বিজেপিকে নিশানা করে
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,
এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ১৪ হাজার
মানুষ পুলিশি অত্যাচার ও রাজনৈতিক

কমিশনের প্রধান বাইরে
থাকলেও সৌরভ দাস ও
আশুতোষ রান্ধার মতো
ছাত্রনেতাদের কেন ৫ দিনের
হেফাজতে থাকতে হচ্ছে

প্রতিহিংসার শিকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
এক্স হ্যাণ্ডলে লিখেছেন, আমরা এবং
আমাদের পূর্ববর্তী বহু প্রজন্ম গণতান্ত্রিক
অধিকারের জন্য জোরালো লড়াই করেছি।
এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।
সিজেপি-র আশুতোষ ও সৌরভকে
গ্রেফতারের ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা
জানাই। (এরপর ৯ পাতায়)

দেশের নানা প্রান্তে গণতন্ত্রকে হত্যা
করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে বাংলায়
আমাদের ১৪ হাজার মানুষ পুলিশি ও
রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন।
সরকার ভুলে গিয়েছে যে তারা ‘জনগণের
দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের
সরকার’, তাদের পতন এখন আসন্ন

তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে গিয়ে জ্ঞানেশই ফ্রিজ হয়ে যাবেন

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের
অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে গিয়ে জ্ঞানেশ
কুমার নিজেই ফ্রিজ হয়ে যাবেন।
বুধবার শেক্সপিয়র সরণি থানায়
বিলবোর্ড মামলায় পুলিশের প্রক্সের
জবাব দিয়ে বেরিয়েই তোপ দাগলেন
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট
কথা, জ্ঞানেশ কুমার গ্রেফতার
হবেনই। উনি বিজেপি সরকারের
প্রাণভোমরা। তাই তাঁকে বাঁচাতে
মোদি-শাহর এত তোড়জোড়। দেশের
মানুষ এঁদের একসঙ্গে সকলকে বিদায় করবেন। জ্ঞানেশ
কুমারকে গ্রেফতার করে তদন্ত করতে হবে। তা হলেই
আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে।



বিলবোর্ড মামলা ও পুলিশি
জিজ্ঞাসাবাদ প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন,
ক্যামাক স্ট্রিটে এত বোর্ড রয়েছে।
অথচ ভাঙা হল তৃণমূলের! প্রতিহিংসা
প্রমাণিত। পুলিশ যতবার ডেকেছে,
ততবার এসেছি। আজও এসেছি।
পরেও আসব। এভাবে মামলা করে,
পুলিশ দিয়ে হেনস্থা করে তৃণমূলকে
শেষ করা যাবে না। ৬ মাস সরকার
ক্ষমতায় এসেছে। এর মধ্যে ৬০০টি
খুন, ২৪৫৪টি খুন, ১৪ হাজার খুনের
চেষ্টার ঘটনা, বিজেপি আর পুলিশের হামলায় আহত কম
করে ৩৩ হাজার। আরজি করে একটি ধর্ষণের ঘটনায়
বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন। (এরপর ৬ পাতায়)

তফাতটা বুকুন



২০২৫। পূজোর অনুদান মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদি দিয়েছিলেন ৫৮ হাজার ক্লাবকে এবার মাত্র ১২,৪০০!

প্রতিবেদন : বাংলার প্রাণের উৎসব দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে
একসময় যে বিপুল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যেত, আজ
তার চিত্রটা একেবারেই ভিন্ন। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যে দুর্গাপূজার সরকারি অনুদান
প্রাপক পূজো কমিটির সংখ্যা যেখানে ৫৮ হাজারেও
পৌঁছেছিল, সেখানে শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের জমানায়
তা একধাক্কায় কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২,৪০০-তে। উৎসবের
পরিসরে এই মারাত্মক সঙ্কোচন রাজ্যের সাধারণ মানুষের
মনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রেও
এই বৈষম্য ও বঞ্চনা স্পষ্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার
পূজো কমিটিগুলির জন্য অনুদান ৮৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে
১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করেছিল। (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান ১৯১৮



১৯১৮ শিরডির সাইবাবা (১৮৩৫-১৯১৮) এদিন দেহত্যাগ করেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তরাই তাঁকে সন্ত আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু ভক্তরা তাঁকে দত্তাত্রয়ের অবতার মনে করতেন। অনেক ভক্তের মতে, তিনি ছিলেন সদগুরু, সুফি পির বা কুতুব। সাইবাবা পার্শ্ববস্তুর প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল আত্ম-উপলব্ধি। তিনি ভালবাসা, ক্ষমা, পরস্পরকে সহায়তা, দান, সমৃদ্ধি, আন্তরিক শান্তি ও ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি ভক্তির শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষার উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্ম থেকেই। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'সবকা মালিক এক'।

১৯৪৮ সিদ্ধার্থ ঘোষ (১৯৪৮-২০০২)

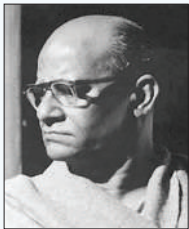
এদিন জন্ম নেন। কল্পবিজ্ঞানের লেখক। আসল নাম অমিতাভ। লেখালেখির জন্য নাম নিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। বিজ্ঞানকে সাধারণের উপযোগী করতে একাধিক বই লিখেছেন। লিখেছেন বহু বিজ্ঞান উপন্যাসও। ফটোগ্রাফিতেও গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর।



১৯১৭ মাতাহারি (১৮৭৬-১৯১৭) কে প্যারিসের কাছে হত্যা করল ফরাসিরা। এই ওলন্দাজ সুন্দরী নর্তকীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানদের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করতেন।

১৯৭৫

দৌপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭৫) এদিন প্রয়াত হন। তাঁর কর্মনৈপুণ্যে পরাধীন দেশে ইউরোপীয় ভাস্করদের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। মাদ্রাজ আর্ট কলেজে দীর্ঘ ২৮ বছর অধ্যক্ষ পদে ছিলেন। ললিতকলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন ৭ বছর। ১৯৫৮-তে পদ্মভূষণ উপাধি পান। কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মূর্তি তাঁর তৈরি। এ ছাড়া পাটনায় শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ, মাদ্রাজের ট্রাইয়াম্ফ অফ লেবার ইত্যাদি তাঁর ভাস্কর্য শৈলীর স্বাক্ষর বহন করছে।



১৯৩১ এ পি জে আবদুল কালাম

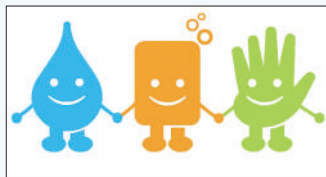
(১৯৩১-২০১৫) এদিন রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জইনুল আবদিন, মা আশিয়ান্না। ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি। ২০০২ সালে কালাম তৎকালীন ভারতের শাসক ও বিরোধী উভয় দলের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। লোকে বলত, 'পিপলস প্রেসিডেন্ট'। পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকার পর তিনি শিক্ষাবিদ, লেখক ও জনসেবকের সাধারণ জীবন বেছে নেন। পাশাপাশি তিনি 'মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া' রূপেও স্বীকৃত। কালাম বিশ্বাস করতেন, তাঁর জন্মভূমি একদিন বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশগুলির অন্যতম হয়ে উঠবে। স্বপ্ন দেখতেন, ভারত ২০২০-র মধ্যে 'নলেজ সুপারপাওয়ার' হিসেবে স্বীকৃত হবে। ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছিলেন কালাম।

১৯৬২ অতুলচন্দ্র ঘোষ (১৮৮১-১৯৬২)

এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। আইন ব্যবসা ছেড়ে অসহযোগ, লবণ সত্যাগ্রহ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৭-এ লোকসেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে বিহার সরকারের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নীতির সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন ও পুর্নলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মুখ্যস্থপতি তিনি। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে তাঁর জীবদ্দশায় লোকসেবক সংঘ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে কয়েকজন সাংসদ ও বিধায়ক লাভ করে।



১৯৩৪ চিনে গুরু হল লং মার্চ। ১০ হাজার মাইল হাটা পথে সফর। দক্ষিণ-পূর্ব চীন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি এই মার্চের ফলে সরে এল উত্তর-পশ্চিম চিনে। আর অবিসংবাদী নেতা হিসেবে উঠে এলেন মাও সে তুং।



২০০৮ প্রতি বছর

১৫ অক্টোবর এদিন থেকে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিবসটি পালন করা শুরু হয়। করোনা অতিমারির কারণে দিনটির তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছরের স্লোগান হল— 'আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই, এসো একসঙ্গে এগোই'।

মানুষের পাশে



■ দিব্যাজদের ট্রাই সাইকেল বিতরণ। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে। বিডিও অফিসের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়ক বাবর আলি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৫৫

১		২		৩		৪
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						
১২						
১৩						

পাশাপাশি : ১. মেঘ, ঘন ৩. মন্ত্রী ৫. একাধিক নদীর উৎপত্তিস্থল ৭. তোমায় দেখেছি — প্রাতে ৮. বেগ, গতি ১০. সারা পৃথিবী ১২. আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা ১৩. নৃত্য।
উপর-নিচ : ১. ঘোর অন্ধকার রাত্রি ২. অসুরবিনাশিনী দুর্গা ৩. পার্শ্ব ৪. পাতার মতো নকশা ৬. ভারতবর্ষের নারী ৯. নিত্য, চিরবর্তমান ১০. বিশৃঙ্খলা ১১. বেপরোয়া, মরতেও প্রস্তুত।

■ শুভজ্যোতি রায়

১৪ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রূপোর বাজার দর

পাকা সোনা	১৪৬৬৫০
(২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
গহনা সোনা	১৪৭৪০০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
হলমার্ক গহনা সোনা	১৪০১০০
(২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	
রূপোর বাট	২১৬০৫০
(প্রতি কেজি),	
খুচরো রূপো	২১৬১৫০
(প্রতি কেজি),	

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

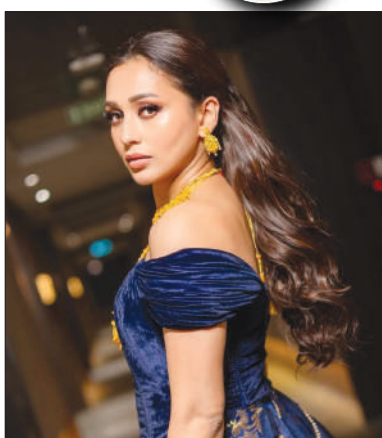
মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৪৪	৯৬.২৫
ইউরো	১০৬.৮০	১০৮.১৭
পাউন্ড	১২৬.৫৫	১২৭.৯৭

নজরকাড়া ইনস্টা



■ নেহা শর্মা



■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও ব্রায়ান কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেন্সি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017

Regd. No. WBBEN/2004/14087

● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ইসলামপুর পুলিশের ক্রাইম ইউনিট ও
পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে
পাঞ্জিপাড়া এলাকা থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৩৭
হাজার জাল লটারির টিকিট-সহ অমিত
পোদ্দার (২৪) নামের এক ব্যক্তিকে
হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাস্তা নয়, মরণফাঁদ সৌজন্যে 'রংমিলান্তি' মন্ত্রী

প্রতিবেদন : আশঙ্কা আগেই ছিল। ঘটলও তাই। ফুটপাথ মন্ত্রীর অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্তের মাশুল দিতে হল বাইক আরোহীদের। বৃষ্টির জল পড়তেই চিংড়িঘাটার ফ্লাইওভারের রাস্তায় রামধনু রঙে স্ক্রিড করে পড়লেন তিন-চারজন বাইক আরোহী। পুজোর আগে হাতে-পায়ে লেগে জখম হন তাঁরা। ভাগ্যের বরাতে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। বুধবার ঘটনাটি ঘটে চিংড়িঘাটার ফ্লাইওভারে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফুটেজে দেখা যায়, বৃষ্টিতে ফ্লাইওভারের রঙ-করা অংশটি পার হওয়ার সময় আরোহীরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্ক্রিড করে পড়ে যাচ্ছেন। একটি গাড়ির ড্যাশক্যামে গোটা ঘটনাটি ধরা পড়ে।

অগ্নিমিত্রা পালের রঙচঙে অয়েল পেইন্টের রাস্তায় প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করছেন আরোহীরা। প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগে পুজো উপলক্ষে সৌন্দর্যায়ন করতে

বাইকের চাকা স্ক্রিড করে একের পর এক দুর্ঘটনা চিংড়িঘাটায়



চিংড়িঘাটা, গড়িয়াহাটের রাস্তায় রামধনু রঙের প্রলেপ পড়েছে। রাস্তায় আঁকা হয়েছে আলপনাও। সবটাই ফ্যাশান ডিজাইনার পুরমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে। খানাপ্রদে ভরা রাস্তার উন্নয়ন ছেড়ে এখন রংমিলান্তি হয়ে উঠেছেন তিনি। এই রঙগুলিই হয়ে উঠেছে মরণফাঁদ। বসন্ত, রাস্তার রঙ কালো বা ধূসর করার বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। যাতে রোদে আরোহীদের চোখ ধাঁধিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটে। সেই রাস্তার ওপর পিচ্ছিল রঙের ব্যবহার তার ওপর গোলাপি, হলুদ, বেগুনি দিয়ে বেনিআসহকলা বানানোয় মন্ত্রীর অজ্ঞতা প্রকাশ পেল। বৃষ্টি পড়লে আবার গোধের ওপর বিষফোড়া। ওই রঙ উঠে তেলতেলে হয়ে যাচ্ছে রাস্তা। এর থেকেই বাড়াচ্ছে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। রংমিলান্তি মন্ত্রীর নির্বুদ্ধিতার মাশুল দিচ্ছে আম জনতা।

উল্লেখ্য, যে কোনও ফ্লাইওভারে বাঁক ঘোরার সময় বাইকের টায়ারগুলোর পর্যাপ্ত ঘর্ষণের প্রয়োজন হয়, যাতে রাস্তার ওপর সঠিক গ্রিপ বা আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা বজায় থাকে। দু-চাকার যানবাহনের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি বিশেষ গুরুতর, কারণ বাঁক নেওয়ার সময় ভারসাম্য ও রাস্তার সঙ্গে চাকার আঁকড়ে থাকার ক্ষমতা (ট্র্যাকশন) বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। পিচ্ছিল বা কম-গ্রিপযুক্ত রাস্তায় হঠাৎ ব্রেক-করা, অতিরিক্ত গতি বা হঠাৎ বাঁক পরিবর্তন করার ফলে গাড়ি পিছলে যাওয়ার (স্ক্রিড করার) ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে। রঙ-করা রাস্তা টায়ারের গ্রিপ কমিয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটছে।

মহুয়া মৈত্রের মামলায় কেন্দ্রের অবস্থান জানাতে নির্দেশ কোর্টের

প্রতিবেদন : সাংসদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রের অবস্থানও জানাতে হবে আদালতকে। এবার থেকে আদালতের বিবেচনায় আসতে চলেছে এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়। বুধবার সাংসদ মহুয়া মৈত্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রককে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিল আদালত। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, ১৫ অক্টোবরের মধ্যেই এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। সাংসদের কথায়, নিরাপত্তারক্ষী নিযুক্ত থাকলেও তাঁর সুরক্ষা সব সময় নিশ্চিত হচ্ছে না। আইনজীবী অর্ক নাগ আদালতে জানান, তাঁর মঞ্চেলের সঙ্গে একজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিক থাকলেও তিনি সারাক্ষণ সাংসদের পাশে উপস্থিত থাকেন না। সেই কারণেই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও কড়া কড়ি প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়েছে। হামলার আশঙ্কার কথা জানিয়ে মহুয়া এখন সর্বক্ষণ নিরাপত্তারক্ষী রাখার ব্যবস্থা চাইছেন।

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রককেও মামলার আওতায় আনার আবেদন করেন মহুয়ার আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রকের ভূমিকা থাকায় তাদের বক্তব্যও আদালতের সামনে আসা জরুরি। সেই আবেদনে সন্মতি দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আগামী ২ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

আরশোলায় রফে নেই মক্ষী দোসর ৭২ ঘণ্টায় ৩ লক্ষের বেশি ফলোয়ার্স

প্রতিবেদন : বেকারদের আরশোলা তকমায় গজিয়ে উঠেছিল ককরোচ জনতা পার্টি। এবার 'মাছি মারতে হাতুড়ি...' কটাক্ষে তৈরি হল মাছি জনতা পার্টি। প্রধান বিচারপতির ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদে যে রাস্তা দেখিয়েছিলেন অভিজিৎ দীপকে, এবার সেই পথেই জাতীয় রাজনীতির সোশ্যাল মিডিয়া স্পেসে আত্মপ্রকাশ করল আরও একটি নতুন দল। ৭২ ঘণ্টায় ৩ লক্ষের বেশি ফলোয়ার্স ফের কম্পন ধরিয়ে দিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। এক ককরোচে রফে নেই মক্ষী দোসর। কথায় নয়, সেদিকেই এগোচ্ছে সামগ্রিক পরিস্থিতি। দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় এবার আরশোলার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করবে মাছিরাজ। প্রধান বিচারপতির 'মাছি' মন্তব্যের পরই জাতীয় রাজনীতিতে তৈরি নতুন দল 'মাছি জনতা পার্টি' ককরোচদের সঙ্গে জোটের ডাক দিয়েছে।

মাছি মারতে হাতুড়ি নয়— সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সেই মন্তব্যের পরই 'মাছি জনতা পার্টি' নামে রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক সংগঠনের জন্ম সোশ্যাল মিডিয়া স্পেসে। ৩ দিনে অর্থাৎ মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্টাগ্রামে ৩ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি ফলোয়ার্স জোগাড় করে নতুন প্ল্যাটফর্মটি রীতিমতো চমকে

সিজেপি-র অনুকরণেই গজিয়ে উঠল এমজেপি



দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েও দিয়েছে তারা সরাসরি ককরোচদের যুব আন্দোলনের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে দেশের গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই চালাবে। এই দলের জন্মের পটভূমিকায় সেই সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধান বিচারপতি। গত ১০ অক্টোবর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে সিজেপির যন্তর যন্তর অভিযান রুখতে

প্রশাসন দিল্লিতে নজিরবিহীন অচলাবস্থা তৈরি করেছিল। মোবাইল ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট থেকে শুরু করে মেট্রো স্টেশন বন্ধ, ট্রেন বাতিলে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলকালীন পর্যবেক্ষণে প্রশাসনকে সতর্ক

করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে 'মাছি মারতে হাতুড়ি ব্যবহার করা যায় না'। প্রধান বিচারপতির সেই 'মাছি' শব্দবন্ধকে হাইজ্যাক করে একদল তরুণ নেটিজেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র আলোড়ন তুলে দিয়ে জানায়, মাছিও কারও চেয়ে কম নয়। তার পরই আরিয়ান নামে এক ছাত্রের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করে 'মাছি জনতা পার্টি' বা এমজেপি। তারা ইনস্টাগ্রাম পেজে পোস্ট করে— 'শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি যখন বলেছেন, মাছি মারতে হাতুড়ি ব্যবহার করা চলে না, তখন এবার মাছিও গর্জে উঠে বলবে— আমরাও কারও চেয়ে কম নই...।

নিমেষে ভাইরাল সেই প্রচার। দাবি ওঠে— সরকারি মুখপাত্র নিয়োগের। আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় নেহা বোরাকে। সিজেপি শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এখন আরশোলার সঙ্গে মাছিরাজ জোটবদ্ধ হয়ে মোদি-শাহদের ঘুম কেড়ে নিতে প্রস্তুত।

শহরে মিলল বেআইনি অস্ত্র কারখানার খোঁজ

প্রতিবেদন : বিজেপির বাংলায় অবৈধ অস্ত্র কারখানার হদিশ। লাইসেন্স ছাড়া কার্তুজ, বন্দুক-পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। মিলেছে কার্তুজ এবং আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামও। মঙ্গলবার কলকাতার নাদিয়াল থানার অন্তর্গত আয়ুবনগরের একটি বাড়িতে বেআইনি অস্ত্র কারবারের হদিস পাওয়া যায়। বাড়ির মালিককে ধরতেই পারেনি পুলিশ।

বাড়ির মধ্যে অস্ত্র তৈরির কারখানা তৈরি করে রমরমিয়ে চলছিল ব্যবসা। নাদিয়াল থানায় অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুজো মিটলেই কলকাতায় পুরভোট। তার আগে অস্ত্র কারখানার হদিশ পাওয়া খুবই সন্দেহজনক। পুরভোটের আগে সন্ত্রাস চালানোর যুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি।

দুর্গাপুজোর সময় রাস্তায় প্রচুর লোক থাকবে। এভাবে বেআইনি অস্ত্র তৈরি ও বিক্রি হলে দুষ্কৃতীরা ভিড়ে মিশে সন্ত্রাস ছড়ানোর আশঙ্কাও ওড়ানো যাচ্ছে না। চিন্তা বাড়ছে নিরাপত্তা নিয়ে। কারা এই অস্ত্র তৈরি করছিল, কেন তৈরি করা হচ্ছিল, কোথায় পাঠানো হচ্ছিল কিছুই জানতে পারেনি পুলিশ।

কর্নাটকে প্রশ্ন, বাংলায় ইভিএম পুড়ে যাওয়া নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নয় কেন

প্রতিবেদন : নির্বাচন সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ভরসনার মুখে পড়ল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কণাটকের একটি মামলায় বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুপ্রিম কোর্টে উঠে এল। নির্বাচন কমিশন কী করে নিজের রেকর্ড হারিয়ে ফেলে? আপনাদের কাজই হল নির্বাচন করানো এবং নথিপত্র সংরক্ষণ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার অভিযোগ করে আসছেন ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বহু কেন্দ্রে গণনায় কারচুপি করেছে বিজেপি। সম্প্রতি দিল্লিতেও সাংবাদিকদের অভিষেক বলেছিলেন, আমি অন্তত ১০০টা বিধানসভা কেন্দ্রের তালিকা দিতে পারি, যেখানে ভোটগণনা কেন্দ্রের ৯ ঘণ্টার ভিডিও ফুটেজের ৫ মিনিট প্রকাশ করতে পারবে না কমিশন। নাম ধরে ধরে ভবানীপুর, রায়না, সাতগাছিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া কোনও বিধানসভা কেন্দ্রের গণনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করার চ্যালেঞ্জ করেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, অলিপুরে রহস্যজনকভাবে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় চার হাজার ইভিএম মেশিন। যা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশনের দিকে। ফলে এদিনের সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে অলিপুরের ওই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে না কেন?

২০২৩ সালে কনটকের শূঙ্গেরী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনার মামলায় কমিশনকে ভরসনা করেছে শীর্ষ আদালত। কংগ্রেস নেতা টি ডি রাজগৌড় মামলা দায়ের করেছিলেন। তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ডি এন জীবরাজকে ২০১ ভোটে হারিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, এ বছর মে মাসে আবার পোস্টাল ব্যালট গোনা হয়, যাতে শেষ পর্যন্ত পরাজিত প্রার্থী হিসেবে

দেখানো হয় তাঁকে। পরিকল্পনামাফিক তাঁকে আসনচ্যুত করা হয় বলে দাবি করেছেন রাজগৌড়।

পোস্টাল ব্যালট পুনর্গণনার ভিডিও রেকর্ডিং সামনে আনতে আবেদন তিনি জানান শীর্ষ আদালতের কাছে। সেই মতো কমিশনকে ভিডিও রেকর্ডিং পেশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের বেঞ্চ। কিন্তু, কমিশনের আইনজীবী শেষাঙ্গি নায়ডু আদালতে জানান, ২০২৩ সালের ভিডিও রেকর্ডিং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর যুক্তি ধোপে টেকেনি বিচারপতিদের কাছে। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরবর্তী শুনানির আগে যেন তেন প্রকারে ভিডিও রেকর্ডিং পেশ করতে বলা হয় কমিশনকে। আদালত বলে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন কী করে নিজের রেকর্ড হারিয়ে ফেলে? আপনাদের কাজই হল নির্বাচন করানো এবং নথিপত্র সংরক্ষণ। খোঁজার চেষ্টা করছেন বলার মানে কী? বিজয়ী প্রার্থীকে তো নথি দিয়েছিলেন। নথি সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা কি নেই? যা আছে, পরবর্তী শুনানিতে পেশ করুন আদালতে। অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব। এই ধরনের দুর্বল অজুহাত মেনে নেব না। পোস্টাল ব্যালট পুনর্গণনার পরেই জয় বাতিল হয়ে যায় রাজগৌড়ার এবং জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী। মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের তরফে কমিশনকে নথিপত্র পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ফলে সুপ্রিম কোর্টে কণাটকের এই মামলাটি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস আনা অভিযোগকেই কার্যত মান্যতা দিল। নির্বাচন কমিশনকে যে ভিডিও ফুটেজ দেখানোর চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, তা কতটা যুক্তিসঙ্গত সুপ্রিম কোর্টের এই মামলার পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট।

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বখাতসলিলে

দেশ জুড়ে জ্ঞানেশবিরোধী আন্দোলন বাড়ছে। আন্দোলনকে এতটাই ভয় পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার যে, যন্ত্র মন্তরে তিরঙ্গা পতাকা তোলার জন্য প্রেরণার করা হয়েছে সিজিপি'র নেতৃত্বকে। বোঝা যাচ্ছে, রাষ্ট্রবাদী বা দেশভক্তদের শিরদাঁড়ায় ভয়ের অনুরণন বাড়ছে। এর মধ্যে একটি বিজেপি-বিরোধী নতুন দলও তৈরি হয়েছে। সিজিপি নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কিছুতেই আন্দোলন থামাতে পারছে না কেন্দ্রীয় সরকার। জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার স্বখাতসলিলে ডুবতে চলেছে। বিরোধীরা এককাত্তা। রাহুল গান্ধী বুধবার সেই সমস্ত তরঙ্গ আন্দোলনকারীকে মানুষের সামনে নিয়ে আসেন, যাদের আন্দোলন রোখার জন্য চরম অত্যাচার করা হয়েছে। এর মধ্যেই ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল পাশ করানোর জন্য মরিয়া বিজেপি। দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ জোগাড় করতে নেমে পড়েছেন অমিত শাহ। কিন্তু বুঝতে পারছেন পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। বিরোধীদের স্পষ্ট ঘোষণা, কীসের বিল পাশ? আগে প্রধানমন্ত্রীকে গোটা ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হবে। তারপর অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা। তবে জ্ঞানেশ কুমারকে যেতেই হবে। দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে দল ভাঙানোর খেলা বিগত ছ’মাস ধরে শুরু হয়েছে। তাতেও সমস্যা মেটেনি। আসলে এখনও বিজেপি ভাবছে পরিস্থিতি তারা সংখ্যা দিয়ে সামলে নেবে। কিন্তু পরিস্থিতি যে হাতের বাইরে সেটাও বুঝতে ভুল হচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সরকারবিরোধী আন্দোলন এভাবে দমিয়ে রাখা যাবে না। যেভাবে তেরো কোটি মানুষের ভোট কাড়া হয়েছে, তার জবাব বিজেপিকে দিতে হবে। কোন অধিকারে এবং কোন আইনে বিশাল সংখ্যক মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখা হল তার কৈফিয়ত চাইছেন দেশের মানুষ। স্লোগান তীর থেকে তীব্রতর হচ্ছে— ভোট চোর, গদি ছোড়।



ভোট চোর, গদি ছোড়

দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ‘ভোট চুরি’র মতো গুরুতর অভিযোগ এবং নিবর্চন কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকা ও এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে দিল্লির রাজপথ এখন জনজোয়ারে ভাসছে। পুলিশি ব্যারিকেড, ১৪৩ বা ১৬৩ ধারার নিষেধাজ্ঞা কিংবা হাজার হাজার আধাসেনা মোতায়েন করেও মোদি সরকারের দমনপীড়ন ও স্বৈরাচারী মনোভাব যে আর জনরোষ আটকাতে পারছে না। কলকাতা থেকে দিল্লি, বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বই, সর্বত্র অভিন্ন চিত্র। কনট প্লেন থেকে শুরু করে বারাক্ষা রোড, মাণ্ডি হাউস হয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বিরোধী দল ও সাধারণ মানুষের এই বিপুল জমায়েত দিল্লির বুকে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। একইভাবে রাজাবাজার থেকে পার্কসার্কাস, মিছিলের ডাকে মানুষের সাড়া ভিন্নতর আগামীর ইশারা বহন করেছে। এই মিছিলগুলো সাম্প্রতিক সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিল। বিরোধী মহাজোট ‘ইন্ডিয়া’র ডাকে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ দিল্লির রাজপথে নেমে পড়েন। এটা তাণ্ডব। ভগবান শিবের নাচ। এর জন্য কোনো পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদব, থেকে শুরু করে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। শুধু জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ নয়, নেপথ্যের মূল মাখাদের অপসারণের দাবি এখন জোরালো হচ্ছে। চাপ বাড়ানো সংবিধান ক্লাব থেকে বাসে চেপে সুপ্রিম কোর্টের অভিমুখে যাত্রা করেন বিরোধী নেতারা। নিবর্চন কমিশন, জ্ঞানেশ কুমার সহ সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত নাগরিকদের নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। প্রতিবাদের এই ঢেউ আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতেই মোদি সরকারের উপর আইনি ও নৈতিক চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সরকারও মরিয়া হয়ে দমননীতি ও প্রশাসনিক কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। গোটা যন্ত্রমন্ত্রের চক্রকে ‘ডি-নোটিফাই’ করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে সংসদ ভবন থেকে ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। পূর্ব দিল্লির সিবিডি গ্রাউন্ড, উত্তর দিল্লির বুরারি বা রামলীলা ময়দানকে বিকল্প হিসাবে ভাবা হলেও, তার মধ্যে কয়েকটি স্থানে আবার নবরাত্রির মেলা চলায় তা কার্যত অসম্ভব। সরকারের এই পদক্ষেপে স্পষ্ট যে, তারা গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। ভয় দেখিয়ে বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই স্বতঃস্ফূর্ত অসন্তোষ আর থামানো যাবে না।

—বাসন্তী অধিকারী, রথতলা, কসবা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagobangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কী চান? প্রতিবাদী কণ্ঠ শুদ্ধ করতে!

জনসংযোগের পরিসরেই যদি জননেত্রীর নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার অভিযোগ ওঠে, তা হলে প্রশ্নটি আর একজন নেত্রীর ব্যক্তিগত সুরক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকে না। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিরোধিতা ও মতপ্রকাশের অধিকার কতটা নিরাপদ, সেই প্রশ্নও সামনে আসে। লিখছেন **নুরুল ইসলাম বাবুল**

মা মাটি ও মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জনসংযোগের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। নিরাপত্তার বেঁটনী পেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া, জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা, কিংবা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সরাসরি অংশ নেওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত রাজনৈতিক রীতি। কিন্তু সেই জনসংযোগের পরিসরেই যদি তাঁর নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার অভিযোগ ওঠে, তা হলে প্রশ্নটি আর একজন নেত্রীর ব্যক্তিগত সুরক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকে না। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিরোধিতা ও মতপ্রকাশের অধিকার কতটা নিরাপদ, সেই প্রশ্নও সামনে আসে। ১৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের কাছে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি সেই কারণেই গভীর উদ্বেগের। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, দুর্গাপুজোর একটি মণ্ডপ উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময় এক মহিলা ছুরি হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন এবং আক্রমণের চেষ্টা করেন। ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। তৃণমূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার গুরুতর গাফিলতি এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তোলা হয়েছে। তবে হামলার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুলিশের তদন্ত এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ’টা নাগাদ কালীঘাট মিলন সংঘের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ উদ্বোধন করতে বেরিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন-সহ তৃণমূলের কয়েক জন নেতা ও কর্মী। সেই সময় এক মহিলা নিরাপত্তাবলয়ের কাছে পৌঁছে যান। তৃণমূলের অভিযোগ, তিনি প্রথমে পিছন দিক দিয়ে বেঁটনীতে ঢোকার চেষ্টা করেন। বাধা পেয়ে সামনের দিক দিয়ে এগিয়ে এসে মমতার শাড়ি ধরে টান দেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। দোলা সেনের লিখিত অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, ওই মহিলার হাতে ছুরি ছিল এবং তিনি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মমতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে ধরে ফেলেন এবং পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও শারীরিক আঘাত লাগেনি বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। অভিযুক্তের পরিচয় নিয়েও সংবাদমাধ্যমে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগে তাঁর নাম তমিষ্ঠা সাহা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশি সূত্রের বরাতে কয়েকটি প্রতিবেদনে তাঁর নাম অনসূয়া সাহা এবং বয়স ৩৮ বছর বলে জানানো হয়েছে। তিনি নিজেকে মমতার আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। এই পরিচয়সংক্রান্ত অসংগতি তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হওয়া দরকার।

এই ঘটনার সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি এখানেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা পাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একজন। তাঁর বাসভবনের কাছে, প্রকাশ্য জনপরিষরে, একজন মহিলা যদি ছুরি নিয়ে তাঁর এত কাছে পৌঁছে যেতে পারেন বলে অভিযোগ ওঠে, তবে নিরাপত্তাব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। দোলা সেনের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে উপস্থিত দুই পুলিশকর্মীকে তিনি হস্তক্ষেপ করতে বললেও তাঁরা প্রথমে সক্রিয় হননি। তাঁদের একজন রাজ্য পুলিশের এবং অন্যজন কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ কি না, সেই এজিয়ারসংক্রান্ত প্রশ্নও সামনে এসেছে। এমনকী অভিযুক্তকে আটকের পর পুলিশকর্মীদের আচরণ নিয়েও অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সাংসদ। এই দাবিগুলির সত্যতা যাচাই করা পুলিশের দায়িত্ব। তবে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব থাকলে তার মূল্য যে কোনও সময় ভয়াবহ হতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রবণতা জড়িয়ে আছে। সেই

জনসংযোগের সুযোগ নিয়ে কেউ নিরাপত্তা ভাঙার চেষ্টা করলে তা প্রতিরোধ করার দায়িত্ব প্রশাসনের। কোনও রাজনৈতিক নেত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাঁর দলের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন নয়, এটি প্রশাসনিক দায়িত্ব।

ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সম্ভাব্য রাজনৈতিক চক্রান্তের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। দলের সাংসদ সাকেত গোল্ডেল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রশ্ন তুলেছেন, জেড-প্লাস নিরাপত্তা পাওয়া একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের বাসভবনের কাছেই নিরাপদ না থাকেন, তবে রাজ্যের নিরাপত্তা-পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়ে? তিনি এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাও উত্থাপন করেছেন। তৃণমূলের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা এবং তাঁকে শারীরিকভাবে

বিপন্ন করার মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। দলের নেতাদের আশঙ্কা, এই ঘটনা নিছক আকস্মিক উদ্ভেজনার ফল না-ও হতে পারে। অভিযুক্তের সঙ্গে কারও যোগাযোগ ছিল কি না, তাঁকে কেউ প্ররোচিত করেছিলেন কি না, কিংবা ঘটনার আগে কোনও পরিকল্পনা করা হয়েছিল কি না, তদন্তে তার উত্তর পাওয়া দরকার।

তবে রাজনৈতিক অভিযোগকে প্রমাণিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বিজেপি এই অভিযোগ খারিজ করেছে। দলের নেতারা পাল্টা দাবি করেছেন, তৃণমূল এমন অভিযোগ প্রায়ই করে। ফলে রাজনৈতিক তরঙ্গ আরও তীব্র হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্যের বাইরে একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায় : একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তা নিয়ে এমন ঘটনা ঘটলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত কি নিশ্চিত করা হবে? রাজনৈতিক দোষারোপের ভিড়ে এই প্রশ্নটি হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

দোলা সেন কালীঘাট থানায় ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৭৩ নম্বর ধারায় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অভিযোগের সঙ্গে ছবি ও ভিডিও জমা দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং ঘটনাস্থলের ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। এখন তদন্তের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, অভিযুক্তের কাছে সত্যিই ছুরি ছিল কি না এবং সেটি কীভাবে তার কাছে এল। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তাবলয়ের কতটা কাছে তিনি পৌঁছেছিলেন এবং কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীরা কী পদক্ষেপ করেছিলেন। তৃতীয়ত, তাঁর আচরণের পিছনে ব্যক্তিগত কারণ, মানসিক বা নৈাজনিত সমস্যা, নাকি কোনও সংগঠিত প্ররোচনা ছিল। কোনও সম্ভাবনাকেই আগাম সত্য বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকতে পারে, তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা হতে পারে, তাঁর দলের বিরুদ্ধে আন্দোলনও হতে পারে। গণতন্ত্রে এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনও রাজনৈতিক নেতার নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার অভিযোগকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। একই সঙ্গে, তদন্তের আগেই কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে অপরাধী ঘোষণা করাও ন্যায্যবিচারের পরিপন্থী। কালীঘাটের ঘটনা তাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে রাজনৈতিক উদ্বেগের, প্রশাসনের কাছে জবাবদিহির এবং রাজ্যবাসীর কাছে নিরাপত্তার প্রশ্ন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জননেত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি অভিযোগের প্রতিটি দিকের স্বচ্ছ তদন্ত। ‘অশুভ চক্র’র আশঙ্কা সত্য কি না, তা প্রমাণ করতে তদন্ত— রাজনৈতিক স্লোগান নয়। কিন্তু নিরাপত্তার এমন প্রশ্ন ওঠার পর প্রশাসনের নীরবতা বা দায় এড়ানোর কোনও সুযোগ থাকা উচিত নয়। সত্য উদ্ঘাটন, দোষীদের শাস্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা— এই তিনটিই এখন রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশা।

বারে মদ্যপ বিজেপি নেতার দাদাগিরি, ভাইরাল ভিডিও

প্রতিবেদন : রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলা
চালাচ্ছে বিজেপি। নেতাদের উদ্ধৃত্য
চরম সীমায় পৌঁছেছে। বারে গিয়ে
বিজেপি নেতার দাদাগিরি, কলার
উঁচিয়ে হুমকি। উত্তর কলকাতার জেলা
যুব মোর্চার সম্পাদক রাহুল গোস্বামী
এই কীর্তি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে
গিয়েছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে
হুমকি দিতে গিয়ে বাকিরা ঘিরে ধরেন
ওই বিজেপি নেতাকে। পাঁচটা চলে
মারধরও।



শুণধর বিজেপি নেতা।

কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় বিজেপি
বিধায়ক ঋতেশ তিওয়ারির ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত
রাহুল। উত্তর কলকাতার বিজেপি সভাপতি তমোয়
ঘোষের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলে জানা গেছে।
অভিযোগ, বারে মদ্যপান করতে গিয়ে নিজেকে
বিজেপি নেতা পরিচয় দিয়ে দাদাগিরি করতে শুরু
করেন রাহুল।

ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে
পায়ের তলায় পিষে দেওয়ার এই নব্য-
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বারের
কর্মীরা। নেতার ক্রমাগত গালিগালাজ এবং
আক্রমণের মুখে ধৈর্য হারিয়ে পাঁচটা
প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাঁরা। বিজেপি
নেতার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করেন
বারের লোকজন। এর পরেই দু'পক্ষের
মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমে
উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাতাহাতি বাধে। বারের
ভেতরেই কর্মীদের হাত থেকে গণধোলাই
খান তিনি। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার
পর থেকেই নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে এই ধরনের
উদ্ধৃত্য এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার
মারাত্মক প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার দাপটে অন্ধ
হয়ে যাওয়া নেতাদের জন্য বারের কর্মীদের এই পাঁচটা
মার আসলে একটি বড় চপেটাঘাত। ঘটনার তদন্ত শুরু
করেছে পুলিশ।

মেলেনি বেতন-বোনাস অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি জলপথ পরিবহণ কর্মীদের

প্রতিবেদন : দু'মাসের বেতন বকেয়া, সঙ্গে
বোনাসও। হুঁশিয়ারির পর এবার কর্মবিরতির
সিদ্ধান্ত হাওড়া ফেরিঘাটের হুগলি নদী
জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির কর্মীদের।
চতুর্থী থেকে বন্ধ হয়ে গেল ব্যস্ত ১৪টি
ঘাটের ফেরি চলাচল। মঙ্গলবার বিকেল
থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।
কর্মচারীদের দাবি, এই ১৪টি রুটে প্রায় ২৬০
জন কর্মী কাজ করেন।



বেতন ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মীদের।

নতুন সরকার এসে ফেরি চালক ও
কর্মীদের দুই মাসের বেতন আটকে
রেখেছে। সেইসঙ্গে পুজো বোনাসও দিচ্ছে
না। পুজোর মুখে কর্মীদের হাসি কেড়েছে অত্যাচারী
সরকার। পরিবার নিয়ে চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে
পড়েছেন তাঁরা। কী খাবেন, কী পরবেন? সন্তানদের কী-
ই বা পুজোর উপহার দেবেন? হতাশ কর্মীরা। হাওড়া
থেকে গোলাবাড়ি, শোভাবাজার, বাগবাজার, চাঁদপাল,
আমানি ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট রুটে নিয়মিত ফেরি পরিষেবা
পরিচালনা করেন তাঁরা। তা ছাড়াও রয়েছে হাওড়ার
বাউড়িয়া এবং নুরপুর জলপথ। উল্লেখ্য, হুগলি নদী
জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির নিবাসিত পরিচালনা
পর্ষদ না থাকায় বর্তমানে হাওড়া জেলা সমবায়
দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ
সোসাইটি বা এআরসিএস প্রশাসক হিসাবে কাজ

চালাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে,
কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, রাজ্য পরিবহণ দফতর এবং
জেলা পরিষদ এই সমিতি থেকে ভাড়া বাবদ মোটা
টাকা পায়। আগে ওই টাকা শোধ করা দরকার।
পাশাপাশি কর্মীদের বকেয়া বেতনও দ্রুত দেওয়া হবে।
তবে অবিলম্বে ফেরি সার্ভিস স্বাভাবিক করার জন্য
কর্মীদের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের
কোনও হেলদোল নেই। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত
মানুষদের হেনস্থা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই
স্বৈরাচারী সরকার শুধু বড় বড় শিল্পপতিদের পকেট
ভরাতে ব্যস্ত। বাকি কে বেতন পেল, কে পেল না,
কোনও পরোয়া নেই।

বনগাঁয় বাবার লাঠির ঘায়ে ছেলের মৃত্যু

প্রতিবেদন: প্রতিদিন আকর্ষণ মদ্যপান করে ঘরে ফিরত
ছেলে। মদ খাওয়ার টাকা না পেলে বাড়িতে রীতিমতো
ভাঙুর চালাত। বুধবার বিকেলেও অশান্তি, ঝগড়াঝাটি,
ভাঙুর চরমে ওঠে। আত্মরক্ষার্থে ছেলেকে লাঠি দিয়ে
আঘাত করেন বৃদ্ধ বাবা। আঘাত লাগে মাথায়। সেই
আঘাতে মৃত্যু হয় ছেলের। মমাস্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ
ঠাকুরনগরে। মৃত যুবকের নাম সুমন বিশ্বাস (৩০)। পেশায়
রঙ মিস্ত্রি। সুমন গাইঘাটার ঠাকুরনগরের বড়া কৃষ্ণনগর
গ্রামের বাসিন্দা। অভিযোগ, মদের টাকা না পেলে মা-

বাবার উপর অত্যাচার চালাত। দীর্ঘদিন ধরেই এটা
চলছিল। অত্যাচারে তটস্থ বৃদ্ধ মা-বাবা। প্রতিবেশীদের
দাবি, বুধবারও মদ্যপ অবস্থায় ফিরে বাবার ওপর চড়াও
হয় সুমন। মারধর ও অত্যাচার শুরু হয়। তিনি হৃদরোগে
ভুগছেন। আত্মরক্ষায় হাতের কাছে থাকা লাঠি দিয়ে
ছেলেকে আঘাত করেন। আঘাত লাগে সুমনের মাথায়।
সেই আঘাতেই তার মৃত্যু হয়। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো
হয় চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। আটক করা হয়েছে
মৃতের বাবাকে।

টোটোর সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ মৃত ২, আহত ২

সংবাদদাতা, সন্দেহখালি : টোটোর
সঙ্গে সংঘর্ষ প্রাক্তন বিধায়কের
গাড়ি। ঘটনায় মৃত দুই, গুরুতর
আহত আরও দুই ব্যক্তি। দুর্ঘটনাটি
ঘটেছে সন্দেহখালির বয়রমারিতে।
দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে ছিলেন না
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার
মাহাতো, তদন্তে ন্যায্য থানার
পুলিশ। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা
নাগাদ প্রাক্তন বিধায়কের গাড়িটি
ব্যক্তিগত কাজে কলকাতার দিকে
যাচ্ছিল। বয়রমারির কাছে একটি
যাত্রীবোঝাই টোটোর সঙ্গে
গাড়িটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের
জেরে ঘটনাস্থলেই টোটোর দুই
যাত্রীর মৃত্যু হয়। আহত হন আরও
দুজন। দুর্ঘটনার পর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ
হারিয়ে রাস্তার পাশের
নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। মৃত ও
আহতদের প্রত্যেকের বাড়ি দক্ষিণ
২৪ পরগনার ভাঙুড় এলাকায় বলে
জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর
ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য
ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে
পৌঁছয় ন্যায্য থানার পুলিশ।
দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে
তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ-
বিষয়ে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা
শিক্ষক সুকুমার মাহাতো জানান,
বাসন্তী হাইওয়ের বয়রমারি
মোড়ের কাছে দুটি যাত্রীবোঝাই
টোটোর মধ্যে রেষারেষি চলছিল।
সেই সময় একটি গাড়িকে পাশ
কাটাতে গিয়ে তাঁর গাড়ির সঙ্গে
টোটোর ধাক্কা লাগে। এর জেরেই
দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বিনা বৃষ্টিতেই কাটবে পুজো

প্রতিবেদন : পুজোর ক'দিন হালকা
বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে।
তবে শুরুর দিকে আকাশে মেঘের
আনাগোনা থাকলেও মূল উৎসবের
দিনগুলোতে আবহাওয়া বেশ
মনোরম থাকবে বলেই মনে করা
হচ্ছে। পঞ্চমীর দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ
বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ষষ্ঠীতে
আংশিক মেঘলা থাকবে কলকাতার
আকাশ। কিছু জায়গায় বজ্র-বিদ্যুৎ-
সহ বৃষ্টি হতে পারে। সপ্তমীতেও
হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির
সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া
দফতর। তবে অষ্টমী থেকে এই
পরিস্থিতি অনেকটাই কাটবে।
আকাশ মেঘলা হলেও ভারী বৃষ্টির
সম্ভাবনা আর নেই। উত্তরবঙ্গেও
অষ্টমীর দিন থেকে একাদশী পর্যন্ত
আবহাওয়া সম্পূর্ণ শুকনো থাকবে।
সপ্তমীর দিনে পার্বত্য অঞ্চলে
সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ হাইকোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ল সিবিআই

প্রতিবেদন : নিয়ম মেনে রিপোর্ট না দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের ভর্ৎসনার
মুখে পড়ল সিবিআই। কলকাতার নারকেলডাঙা ও বেলঘাটায় বেআইনি
নির্মাণের আড়ালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে বুধবার হাইকোর্টের প্রধান
বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘূগের ডিভিশন বেঞ্চে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। তাতেই স্ফোভের মুখে পড়তে হয়। আদালতের
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে স্ফোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, সিবিআই
কি প্রোটোকল মানে না! ডিভিশন বেঞ্চে দুজন বিচারপতি থাকেন, সেটা
সিবিআই জানে না? আদালতের প্রশাসনিক প্রোটোকল না মানায়
সিবিআইয়ের রিপোর্টও গ্রহণ না করে ফেরত দিয়েছে আদালত। আগামী
ডিসেম্বরে পরবর্তী শুনানি। সেদিন সঠিক নিয়ম মেনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী
সংস্থাকে বিস্তারিত ও চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। গত সেপ্টেম্বরে প্রধান
বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজাবাজার, বেলঘাটা, মানিকতলা ও ক্যানাল
ইস্ট রোড এলাকায় ৫০টির বেশি বেআইনি বহুতল নির্মাণের তদন্তভার
সিবিআইকে দেয়। নারকেলডাঙা ও আমহাস্ট স্ট্রিট থানা এলাকার অন্তত
৫৫টি বেআইনি নির্মাণের নথি খতিয়ে দেখছে সিবিআই। এর জন্য কলকাতা
পুরসভার কাছে ৪২টি নির্মাণের নথি তলব করা হয়েছে। এদিন সেই সংক্রান্ত
রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল। আদালতে সিবিআই প্রাথমিক অনুসন্ধানের
রিপোর্টের একটি মাত্র কপি পেশ করে। নিয়ম অনুযায়ী ডিভিশন বেঞ্চে দুজন
বিচারপতির জন্য দুটি কপি জমা দিতে হয়।



কলকাতা পুরসভার কর্মচারীদের উদ্যোগে হাজারা পার্ক দুর্গোৎসবের
উদ্বোধনে উপস্থিত প্রাক্তন পুরকর্মী ও বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও
ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজি।

চাঁদা না দেওয়ায় বেধড়ক মার

সংবাদদাতা, হাওড়া: বিজেপির তোলাবাড়ি। চাঁদার জুলুম বেধড়ক মারধরের
অভিযোগ হাওড়ায়। দাবি মতো চাঁদা না দেওয়ায় কারখানার মালিক ও
কর্মীদের বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায়
হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি কারখানা মালিক পলাশ ছোড়ি। ঘটনাটি
ঘটেছে জগাছা থানার অন্তর্গত কামারডাঙা এলাকায়। অভিযোগের তির
স্থানীয় এপিজি মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ,
দুর্গাপুজোর চাঁদার জন্য মোটা টাকা দাবি করে ক্লাবের সদস্যরা। বিজেপি
ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ক্লাব কমিটিগুলি বদল হয়েছে। টাকা দিতে
অস্বীকার করায় কারখানায় ঢুকে মালিক ও কর্মীদের মারধর করা হয়। যদিও
অভিযোগ অস্বীকার করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত সন্দীপ মাল। ঘটনায়
জগাছা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অবশেষে নড়েচড়ে বসে পুলিশ।
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হাওড়ার জগাছা থানার মধ্যে রয়েছে ইছাপুর
শিল্পাঞ্চল। সেখানে পলাশ ছোড়ি নামে ওই ব্যক্তির কারখানা রয়েছে।



ব্রিটেনে শিকড়ের টানে চার দুর্গোৎসব

সুমনা আদক • লন্ডন

পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য, কেমব্রিজের রজতজয়ন্তীর পথে যাত্রা, ভারত সেবাশ্রম সংঘের আধ্যাত্মিক পরম্পরা এবং টেমসের তীরে তর্পণ ব্রিটেনের বাঙালি সমাজে দুর্গাপূজো আজ সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও সামাজিক সংযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বিদেশের মাটিতে শরৎ আসে একটু অন্যভাবে। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যখন ঢাক বাজে, কাশফুলের স্মৃতি মনে পড়ে, আর মহালয়ার ভোরে রেডিওতে বেজে ওঠে চণ্ডীপাঠ, তখন ব্রিটেনে বসবাসকারী বাঙালিরাও নিজের মতো করে খুঁজে নেন সেই চেনা আবহ। দূরত্ব এখানে বাধা নয়; বরং উৎসবের দিনগুলো হয়ে ওঠে শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার উপলক্ষ। বার্মিংহাম থেকে কেমব্রিজ, লন্ডন থেকে টেমসের তীর চারটি আলাদা উদ্যোগে ফুটে ওঠে সেই একই আবেগ।

বার্মিংহামের নবাবগঞ্জ হিন্দু বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এ বছর

দুর্গাপূজোর সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছে। ১৯৭৬ সালে শুরু হওয়া এই পূজো পাঁচ দশকের পথ পেরিয়ে আজ প্রবাসী বাঙালি সমাজের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যাত্রার সাক্ষী। কিংস হিথ কমিউনিটি সেন্টারে ১৬ থেকে ২০ অক্টোবরের আয়োজনে থাকছে পূজোর বিভিন্ন আচার, পুষ্পাঞ্জলি, আরতি, প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুধু বার্মিংহাম নয়, আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও মানুষের সমাগম এই উৎসবকে বৃহত্তর সামাজিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত করে।

পঞ্চাশ বছরের এই পথচলা আসলে কয়েক প্রজন্মের সম্মিলিত প্রচেষ্টা যেখানে দুর্গাপূজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পরিচিতি, বন্ধুত্ব এবং বাংলা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অঙ্গীকার। অন্যদিকে, কেমব্রিজ আইসিএস কমিটির দুর্গাপূজো এ বছর পঁচিশ বছরে পদার্পণ করছে। নেদারহল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই পূজো স্থানীয় বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে বহুদিনের পরিচিত এক মিলনক্ষেত্র। বর্ণালীদি অমৃতাদি এবং



সঞ্জয় রায়ের মতো উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন ধরে এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। প্রবাসে নতুন জীবন গড়তে গিয়ে অনেকেই নিজের শহর, আত্মীয়স্বজন এবং শৈশবের উৎসব থেকে দূরে সরে যান। কেমব্রিজের এই পূজো তাঁদের কাছে সেই ব্যবধান কিছুটা কমিয়ে আনে। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, রীতিনীতি এবং দুর্গোৎসবের পরিচয় পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে। পঁচিশ বছরের এই

যাত্রা তাই শুধু একটি পূজোর ইতিহাস নয়, একটি সম্প্রদায়ের বেড়ে ওঠার গল্পও।

লন্ডনে ভারত সেবাশ্রম সংঘের দুর্গাপূজো উৎসবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। ডিভোফোন রোডে ১৬ থেকে ২০ অক্টোবরের আয়োজনে ধর্মীয় আচার ও আধ্যাত্মিক চেতনা বিশেষ গুরুত্ব পায়। স্বামী পুণ্যনন্দ মহারাজের উদ্যোগে লন্ডনে সংঘের কার্যক্রমের সূচনা এবং পরবর্তী

সময়ে স্বামী নির্লিপ্তনন্দজি মহারাজের নেতৃত্বে তার বিস্তারের ইতিহাস প্রবাসে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত। এখানে দুর্গাপূজো কেবল উৎসবের আনন্দ নয়; ভক্তি, সেবা এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগেরও একটি উপলক্ষ।

এই ধারার সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বাংলাদেশ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন ইউকে (BHA UK)। দুর্গাপূজোর পাশাপাশি এ বছর টেমসের তীরে মহালয়া ও তর্পণের আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে সংগঠনটি। মহালয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং তর্পণের ঐতিহ্য বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রবাসে সেই আচার পালনের উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সংগঠনের শারদীয়া দুর্গাপূজোর আয়োজন হবে লন্ডনের মেফেয়ার ভেন্যুতে। ষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত পঞ্জিকা ও তিথি মেনে, পুরোহিতের উপস্থিতিতে পূজোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রবাসী

বাঙালি ও সনাতনী হিন্দুদের একত্রিত করার এই প্রচেষ্টা উৎসবের পরিসরকে ধর্মীয় আচার ছাড়িয়ে সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে।

চারটি পূজোর আয়োজন, ইতিহাস ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আলাদা। নবাবগঞ্জের পঞ্চাশ বছরের যাত্রা, কেমব্রিজের পঁচিশ বছরের ধারাবাহিকতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘের আধ্যাত্মিক পরম্পরা এবং BHA UK-এর টেমসের তীরে তর্পণের উদ্যোগ সব ক'টির মধ্যেই রয়েছে ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা।

শেষ পর্যন্ত প্রবাসে দুর্গাপূজোর সার্থকতা শুধু মণ্ডপ, প্রতিমা কিংবা কয়েক দিনের উদযাপনে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় নতুন সম্পর্ক, বেঁচে থাকে পুরনো স্মৃতি, আর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যায় পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি। ব্রিটেনের মাটিতে এই পূজোগুলো তাই এক একটি আলাদা আয়োজন হয়েও একই গল্প বলে দেশ থেকে দূরে থেকেও শিকড়কে ভুলে না যাওয়ার গল্প।

মাটির গন্ধ মনে রাখার উৎসব দুর্গাপূজো



ওঠে আপন। এক প্লেট ভোগ, এক কাপ চা আর খানিক গল্পে জেগে ওঠে ফেলে-আসা অজস্র স্মৃতি।

সন্ধ্যায় যখন ঢাকের তালে আরতির প্রদীপ দুলতে থাকে, মনে হয়, দূরত্ব আসলে কত ছোট! চোখ বন্ধ করলে মনে হয়, যেন বাড়ির পাশের সেই মণ্ডপেই দাঁড়িয়ে।

তারপর মেতে উঠি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, নাচ, নাটক আর আবৃত্তি। শিশুরা বাংলা ভাষায় কবিতা বলে, গান গায়। বাবা-মায়েরা গর্বিত চোখে তাকিয়ে থাকে। এইভাবেই বিদেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্ম শিখে যায়— বাংলা শুধু একটি ভাষা নয়, বাংলা হল স্মৃতি, ভালোবাসা আর শিকড়ের নাম। দশমীর দিনে সিঁদুর খেলায় হাসির রং থাকলেও মনের কোথাও লুকিয়ে থাকে বিদায়ের কষ্ট— আবার একটা বছর অপেক্ষা।

বিদেশের দুর্গাপূজো তাই শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়। এটা দূরত্ব পেরিয়ে মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসার উৎসব। এটা মাটির গন্ধ মনে রাখার উৎসব। শিউলি ফুলের সুবাস বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখার উৎসব। আর হাজার মাইল দূরে থেকেও নিজের শিকড়কে ভালোবাসার উৎসব।

বিদেশের আকাশে যখন শরতের সাদা মেঘ ভেসে যায়, আর ভোরের বাতাসে শিউলির গন্ধ কল্পনায় কোমল পরশ বোলায়, মনে হয়— দেশ থেকে দূরে থাকলেও, বাংলা কখনও দূরে থাকে না। কারণ দুর্গাপূজো শুধু মণ্ডপে হয় না, হয় আমাদের হৃদয়েও।

দিদি দিয়েছিলেন

(প্রথম পাতার পর)

এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলে ৮০ শতাংশ ছাড় এবং ফায়ার

লাইসেন্স ফি সম্পূর্ণ মকুবের মতো সুবিধাও দেওয়া হত, যাতে প্রান্তিক স্তরের শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে ছোট-বড় সব ক্লাব উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে পারে। কিন্তু বর্তমান সরকার সেই অনুদান ১০ হাজার টাকা কমিয়ে মাত্র এক লক্ষ টাকায় নামিয়ে এনেছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, কলকাতার ২০০-র বেশি পূজো কমিটি তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে এই অনুদান নিতে অস্বীকার করেছে— যা বর্তমান প্রশাসনের প্রতি পূজো উদ্যোক্তাদের নীরব কিন্তু স্পষ্ট অনাস্থারই প্রমাণ।

একসময় যে উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ কাজ পেতেন এবং পাড়ায় পাড়ায় থিমের জোয়ার আসত, আজ সেখানে উৎসাহের মারাত্মক ঘাটতি। ২০২৪-এ রাজ্যে পূজোর অনুদান পেয়েছিল ৪৫ হাজার ক্লাব। ২০২৫-এ তা বেড়ে হয় ৫৮ হাজার। আর বিজেপি একধাক্কায় তা নামিয়ে আনল সাড়ে ১২ হাজার ৪০০-তে। অনুদান ১ লক্ষ ১০ হাজার থেকে কমে হল ১ লক্ষ। তফাতটা বুঝুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নতুন সরকারের মিথ্যাচার ও মনোভাবটা পরিষ্কার। এই আকাশপাতাল তফাত আজ বাংলার মানুষের চোখে জ্বলজ্বল করছে। উৎসবের এই জৌলুস হারানো এবং সার্বিক অনুৎসাহ আদতে বর্তমান প্রশাসনের চরম ব্যর্থতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

জ্ঞানেশই ফ্রিজ হয়ে যাবেন

(প্রথম পাতার পর)

আর এখন ৬০০টি ধর্মগণের ঘটনার পরেও মানুষের কোনও প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদ করতে গেলেই জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সরকার এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত! চুরি করে জিতলে এটাই তো হয়! দেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, জেড প্লাস নিরাপত্তা পান। তাঁকে ছুরি নিয়ে প্রকাশ্যে আক্রমণ করার চেষ্টা হচ্ছে। দেশের একজন মহিলা নাগরিক, জেড প্লাস প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা অনুমেয়! অবৈধ এসআইআর প্রসঙ্গে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমরা বলেছিলাম, এটা অবৈধ। এখন বলছেন খোদ দুই নির্বাচন কমিশনার। ফর্ম ৬ নিয়ে কমিশনের জালিয়াতি ধরে দিয়েছে কোর্ট। হঠাৎ কমিশন জেগে উঠল কেন? এতদিন কী করছিল? জেগে ঘুমোচ্ছিল? সুপ্রিম-ধ্যতানি খেয়ে কমিশন রাস্তায় নেমেছে। আর আমাদের নির্লজ্জ রাজ্য সরকার, যে ভোটচুরিতে সাহায্য করল, তাকেই করল মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা? মানুষ সব বুঝতে পারছেন।

রমা পাহাড়ী সুদ • ফ্রান্সফোর্ট

আমি থাকি দূর জার্মানির ফ্রান্সফোর্টে। মাইন নদীর ধারের এই শহরকে সবাই চেনে বইমেলায় জন্ম। এখানেই আমরা, বাঙালিরা, মিলে গড়ে তুলেছি রাইন মাইন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। দেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকলেও ভুলি না আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গকে। প্রতি নিয়ত শিকড়ের টান অনুভব করি। বিশেষ করে দুর্গাপূজো এলে। আশ্বিনের শারদ প্রাতে শিউলি ফুলের গন্ধে যখন ভোরের বাতাসটা নরম হয়ে আসে, মনে হয় শরৎ বুঝি আবার বাংলার উঠানে ফিরে এসেছে। বিদেশের বাতাসে সেই শিউলির গন্ধে চারপাশের অচেনা শহর, অচেনা রাস্তা কেমন আপন হয়ে যায়।

দুর্গাপূজো উপলক্ষে ছোট্ট একটা মণ্ডপই হয়ে ওঠে এক টুকরো সোনার বাংলা! মস্ত বড় প্যাভেল নেই, আলো আর বৈভবের ঝলকানি নেই, নেই গ্রামের সেই চেনা কাশফুলের মাঠ বা পাড়ার মোড়ে বন্ধুদের আড্ডা, তবুও ঢাকের শব্দ ফিরিয়ে দেয় শৈশবের পূজোর দিনগুলিকে।

সকালে অঞ্জলির সময় মেয়েরা নতুন শাড়ি পরে, ছেলেরা পাঞ্জাবি। আর ছোটরা নতুন পোশাকে ছুটে বেড়ায়। ধূপের গন্ধ, ফুলের সুবাস, মন্ত্রের ধ্বনি আর উলুধ্বনিতে বিদেশের মাটি হয়ে ওঠে নিজের দেশ।

এই সময়ে কেউ এসে হাজির হয় বহু দূরের শহর থেকে কাজের ব্যস্ততা পেরিয়ে। কেউ শুধু কয়েকটা দিন বাংলাকে ছুঁতে। মণ্ডপে দেখা হয়ে যায় বহুদিনের পরিচিত মানুষের সঙ্গে। অচেনা মানুষজনও হয়ে

বাড়ি ফেরার পথে মমাস্তিক
সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ
হারালেন এক যুবক। জাতীয়
সড়কের উপর পিছন থেকে
একটি দ্রুতগামী গাড়ি ধাক্কা
মারে তাঁর মোটরবাইকে

সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ, উত্তরে জ্বলছে প্রতিবাদের আগুন

দুর্গতদের অনুদান চালু করেছিল তৃণমূল, দিল না বিজেপি সরকার



■ প্রতিবাদে পথে নামেন দুর্গত বাসিন্দারা।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বন্যা দুর্গতদের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি কিস্তিতে সেই টাকা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। প্রতিশ্রুতি মতো প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন ময়নাগুড়ির দুর্গতরা। এরইমধ্যে ভোট লুট করে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই সমস্যা শুরু হয়েছে ওই বিপদগ্রস্ত মানুষগুলি। কোনওভাবেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তাঁরা পাচ্ছে না। বিজেপি বিধায়কের কাছে গিয়ে জানানোর পরও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে তাঁরা সমাধানের দাবিতে প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। এক বছর পার হলেও নতুন সরকার সেই দায় এড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। দুর্গাপূজোর ঠিক মুখে বকেয়া অনুদানের দাবিতে এখন বিডিও অফিস, ডিএম অফিস থেকে শুরু

বুধবার সকালে আমরা ময়নাগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুণর্গঠিত বাড়ি দেখাতে না পারলে আগের পাওয়া টাকাও ফেরত দিতে হবে। তা না হলে আমাদের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হবে। অগ্নিদেবী আরও যোগ করেন, বন্যার তোড়ে আমাদের ভিটেমাটি ধসে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে রয়েছে। সেই জমি ভরাটই করা হয়নি। ভিটে তৈরি না হলে সেখানে কীভাবে বাড়ি তুলব?”

বিধায়কের কাছ থেকে সদুত্তর না পেয়ে দুর্গতরা ছোট্ট স্থানীয় বিডিও অফিসে। বিডিও-র তরফে তাঁদের জানানো হয়েছে, আগামী ডিসেম্বর মাসে প্রশাসনিক দল এলাকা পরিদর্শনে যাবে।

চা-বাগানের জমি দখল করে মেডিক্যাল কলেজ, ফ্রাড

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জমি দখল করে সরকারের প্রকল্পের প্রতিবাদে নিয়ে দিন কয়েক আগেই জলাপাইগুড়ির বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এবার আলিপুরদুয়ারে ডাবরি চা-বাগানের জমি দখল করে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির ভাবনায় জমি মাপতে এসে বাগান শ্রমিকদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন আধিকারিকরা। আলিপুরদুয়ারে ৩০ একর জয়গায় হবে আলিপুরদুয়ার মেডিক্যাল কলেজ, সেই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি জয়গা



■ বিক্ষোভ দেখান চা-বাগানের শ্রমিকেরা।

দেখবার পর, শহর সংলগ্ন দমনপুরে মাঝের ডাবরি চা বাগানে মেডিক্যাল কলেজের জয়গা চূড়ান্ত করে জেলা প্রশাসন। কিন্তু বুধবার সেই জমি জরিপ করতে গেলে মাঝের ডাবরি চা-বাগানের শ্রমিকদের বাধার মুখে কাজ বন্ধ করে ফিরে আসেন সরকারি আধিকারিকগণ। চা শ্রমিকদের দাবি, চা বাগানের জমি নষ্ট করে মেডিক্যাল কলেজ করতে দেওয়া হবে না। এর আগে তৃণমূল সরকারের আমলে মাঝের ডাবরি চা বাগানের বিশাল এলাকা অধিগ্রহণ করে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের প্লান্ট

বসানো হয়েছে। এই ভাবে একের পর এক নির্মাণকাজ করে, বাগানকে ভবিষ্যতে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কিত চাঁরা। তাই ভবিষ্যতে কাজ হারানোর ভয়ে এই প্রতিবাদ বলে জানিয়েছেন চা-শ্রমিকেরা। ঘটনার খবর পেয়ে বাগানের জেনারেল ম্যানেজার চিন্ময় ধর ঘটনাস্থলে ছুটে যান, শ্রমিকেরা তাঁকেও ঘেরাও করে রাখেন। এরপর চা-বাগানের ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা জেলাশাসককে লিখিত স্মারকলিপি দিতে যান। জেলা শাসকের হাতে তাঁরা প্রতিবাদপত্র তুলে দেন।

বন্যপ্রাণীদের ভয় উপেক্ষা করে জঙ্গলে দুর্গার আরাধনা

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

শহরের জাঁকজমকপূর্ণ পূজা মণ্ডপে ভিড় জমানোর রোমাঞ্চ তো রয়েছেই, কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে যদি ঘন জঙ্গলের পথেই হাতির পালের বা বাইসনের মুখোমুখি পড়তে হয়? উৎসবের সেই আনন্দ মুহূর্তেই বদলে যেতে পারে আতঙ্কে। আর ঠিক এই আশঙ্কাই বানারহাট ব্লকের মোরাঘাট রেঞ্জের অধীন তোতাপাড়া বনবস্তির বাসিন্দাদের দীর্ঘকাল ধরে দূরে রাখত শহরের জাঁকজমক থেকে। সেই বুঁকি এড়িয়েই আজ থেকে প্রায় দেড় দশক আগে জঙ্গলঘেরা এই জনপদে রচিত হয়েছে অন্য এক পূজোর ইতিহাস। ডুয়ার্সের অঞ্চলের অবস্থিত তোতাপাড়া বনবস্তির চারপাশ ঘেরা দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে দুর্গাপূজো মানে শুধুমাত্র আনন্দ উদযাপন নয়, বরং জীবনবুঁকি এড়িয়ে নিরাপদে উৎসব পালনের তাগিদ। কারণ, শহর বা দূরের পূজো মণ্ডপে পৌঁছাতে হলে পাড়ি দিতে হয় বিপজ্জনক জঙ্গলপথ, যেখানে বন্যপ্রাণীর অতর্কিত হানার আশঙ্কা সর্বদা তাড়া করে বেড়ায়। এই বাস্তব সমস্যা থেকেই প্রায় ১৬ বছর আগে তৎকালীন বনকর্তা কল্যাণ দাসের উদ্যোগে তোতাপাড়া



বনবস্তিতে শুরু হয় দুর্গাপূজোর পথচলা। তবে এখানকার পূজোর ধারা সম্পূর্ণ আলাদা— এখানে দেবী দুর্গা পূজিত হন ‘বনদুর্গা’ রূপে। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় আট কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেলে মিলবে তোতাপাড়া বিট অফিস। আর সেই বিট অফিসের ঠিক পাশেই গড়ে উঠেছে বনবস্তির এই স্থায়ী পূজো মণ্ডপ। শরৎকালের আকাশ পরিষ্কার হতেই মহোৎসবের দিনগুলো ঘনি়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এখন জোরকদমে চলছে মণ্ডপ সংস্কারের কাজ। বন দফতর এবং তোতাপাড়া বনসুরক্ষা কমিটির যৌথ প্রচেষ্টায় এই পূজো সফলভাবে পরিচালিত হয়। এই আয়োজনের অন্যতম বিশেষত্ব হলো, এখানে কেবল বনবস্তির সাধারণ মানুষই নয়, বরং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উৎসবে অংশ নেন বন দফতরের আধিকারিকরা, বনকর্মীরা এবং তাঁদের পরিবারবর্গও।

টয়ট্রেনে রিলস দুর্ঘটনা দার্জিলিংয়ে

প্রতিবেদন : দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে রেলের উদাসীনতা। হিমালয়ান রেলওয়েরও প্রচুর গাফিলতি রয়েছে। যার ফলে টয়ট্রেনে রিলস বানানো চলছে দেদার, তাতেই ঘটছে দুর্ঘটনা। গত ১১ অক্টোবর সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, একটি ছোট গাড়ির জানালা দিয়ে এক পর্যটক বিপজ্জনকভাবে শরীর বের করে চলন্ত বাষ্পচালিত টয় ট্রেনের ভিড়িয়ে করছেন। রিলস বানানোর নেশায় বুঁদ চালক গাড়ি টয়ট্রেনের গা ঘেঁষে নিয়ে যায়। চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিন ও গাড়ির মধ্যে ঘষা লাগে। গাড়িটি মুহূর্তের মধ্যে পাশে থাকা একটি স্কুটারকে ধাক্কা দেয়। স্কুটারের আরোহী দম্পতি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ওই ভিডিও নজরে আসতে চাপে পড়ে নড়েচড়ে বসেন হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। পর্যটক এবং গাড়ি চালকদের বরাবর অনুরোধ করা হয়, যেন ট্রেন চলাচলের সময় দূরত্ব বজায় রাখেন। গাড়ির জানালা দিয়ে বুঁকে ভিডিও করা কিংবা রিলস বানানো মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারে। কিন্তু ওই সতর্কতায় অনেকেই যে কর্পপাত করছে না ১১ অক্টোবরের ভাইরাল ভিডিও তারই প্রমাণ। ওই কারণে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিয়ম লঙ্ঘন করে ট্রেনের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করা এবং বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে কঠোর পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ফের ধানখেতে উদ্ধার হাতির দেহ, প্রশ্নের মুখে বনদফতর



সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ফের ধানখেতে থেকে উদ্ধার হল পূর্ণবয়স্ক হাতির দেহ। ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ারের পর এবার ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা। কেন হাতির মৃত্যু হচ্ছে? কী কারণে? কোথায় বনদফতরের নজরদারি? এসব নিয়ে সরব হয়েছেন পশুপ্রেমীরা। বুধবার সকালে স্থানীয় চম্পা লাইন সংলগ্ন এক কৃষিজমিতে হাতিটিকে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই নাগরাকাটা ও সংলগ্ন এলাকায় সন্ধ্যার পর জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল লোকালয়ে ঢুকছে। মঙ্গলবার রাতেও তিনটি হাতি চম্পা লাইন এলাকায় ঢোকে বলে দাবি বাসিন্দাদের। সকালে কাজে বেরোনের সময় কৃষিজমিতে একটি হাতিকো মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে খবর দেওয়া হয় বনদফতরে। হাতির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মানুষের ভিড় জমে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, মৃত হাতিটির গুঁড়ে জড়িয়ে রয়েছে বিদ্যুৎবাহী ‘গুনা তার’। ফলে অনুমান করা হচ্ছে, ফসলের সুরক্ষায় জমিতে পাতা বিদ্যুৎ সংযোগ করা তারের সংস্পর্শে এসেই প্রাণ হারিয়েছে হাতিটি। তবে এটি দুর্ঘটনা নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে পেতে রাখা ফাঁদ, তা খতিয়ে দেখছেন বনকর্তারা। রেঞ্জার সাম্য রায় জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

বর্ধমানে ভয়াবহ দুর্ঘটনা মৃত কাকা ও ভাইঝি



প্রতিবেদন : বর্ধমানে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল কাকা-ভাইঝির। বুধবার সাত সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান শহরের বীরহাটায়। মৃতদের নাম মইদুল মোল্লা (৩৫) ও সুহানা সুলতানা (৬)। ঘটনায় স্থানীয় এক রিকশাচালক জখম হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকালে ভাইঝি সুহানাকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাইকে চড়ে বেরিয়েছিলেন মইদুল। পথে একটি ট্রাক্টর মইদুলের বাইকে ধাক্কা মারে। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি রিকশাতেও ধাক্কা মারে ট্রাক্টরটি। ধাক্কার অভিঘাতে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন মইদুল ও সুহানা। জখম হন রিকশাচালকও। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মইদুল ও সাহানাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত রিকশাচালক এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার মধ্যরাতে রানিগঞ্জে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে জোড়া দুর্ঘটনা ঘটে। রানিগঞ্জে আশ্রা-ডানকুনি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের রানিসায়র মোড়ে ধানবাদগামী একটি চলন্ত চারচাকা গাড়িতে আচমকাই আগুন লেগে যায়। কোনওরকমে গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন গাড়ির তিন যাত্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকল। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে আগুন লাগল তা স্পষ্ট নয়।

আবার রানিসায়র মোড়ে দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই চূনাভাটি এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি রাসায়নিক বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে যায়। ট্রাক্টরটি হলদিয়া থেকে হিমাচলপ্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

ঝাড়গ্রামে মানবিকতার নজির

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : তৃতীয়ার বিশেষ দিনে বড় পুজো উপলক্ষে মানবিক উদ্যোগের নজির গড়ল মেদিনীপুরের অপরাজেয় মানবিক সংগঠন ও সুবর্ণরৈখিক পরিবার। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ রকের জাহানপুর গ্রামের হরিজন পাড়ায় সাধারণ মানুষ ও খুদে শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার তুলে দেওয়া হয়। মেদিনীপুর অপরাজেয় মানবিক সংগঠন এবং সুবর্ণরৈখিক পরিবারের আমার কারো ভাষা, আমার কারো গর্ব টিম ও সুবর্ণ মহাপাল শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উৎসবের আনন্দ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং দুঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অপরাজেয় মানবিক সংগঠনের সমীর সিং, রাজীব বেরা ও শ্রেয়া। পাশাপাশি সুবর্ণরৈখিক পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সৈকত আলি শা, সমীর রাউত, কিশোর রক্ষিক।

সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে মৃত চার পুলিশের ভূমিকায় ফ্রোড

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে নেমে মমাস্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চারজনের। আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থানার অন্তর্গত আঁতলা গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বোনের বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্কের কাজ করতে এসেছিলেন বদীর মল্লিক। কাজ চলাকালীন কোনওভাবে ট্যাঙ্কের ভিতরে পড়ে যান তিনি। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে ট্যাঙ্কের ভিতরে পড়ে যান তাঁর বোন সারজিনা বিবি। এরপর মাকে বাঁচাতে গিয়ে ট্যাঙ্কের ভিতরে পড়ে যান তাঁর ছেলে শেখ রবিউল। তাঁদের উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন প্রতিবেশী এক আত্মীয় শেখ সাহেব। তিনিও ট্যাঙ্কের ভিতরে পড়ে যান বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় চারজনেরই মমাস্তিক মৃত্যু হয়। পাশাপাশি শেখ আবুকালাম নামে আরও এক



ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মোহনপুর থানার পুলিশ। মৃতদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এই ঘটনার কিছুদিন আগে বর্ধমানে ৭০ বছরের পুরনো একটি জলের ট্যাঙ্কে পড়ে গুরুতর আহত হন দুই কর্মী। অভ্যন্তরীণ

অন্তর্গত ইসিএলের বাকলা এরিয়ার শ্যামসুন্দরপুর (চনচনি) কোলিয়ারিতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছিলেন ইসিএলের দুই কর্মী সঙ্গীতা দেবী ও প্রভাবতী ভূঁইয়া। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই মমাস্তিক ঘটনায় পুজোর মুখে গোট্টা এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েও দেরিতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয় ও পরিবারের সদস্যরা এমনটাই জানিয়েছেন। যথাসময়ে পুলিশ এসে উদ্ধারকাজ করলে হয়ত প্রাণ বাঁচানো যেত। এমনটাই বলছেন আত্মীয়স্বজনরা।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সেপটিক ট্যাঙ্কের বিষাক্ত গ্যাসের জেরেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক ব্যক্তি।

বাজি লুকানোর এক অভিনব কৌশল, পুলিশের চোখ ছানাবড়া

প্রতিবেদন : নিষিদ্ধ শব্দবাজি বন্ধে দীর্ঘদিন ধরেই তৎপর প্রশাসন। তবুও কিন্তু বিক্রি কমানো যায়নি। এবার তো পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে অভিনব কৌশল নিল বাজি কারবারিরা। বসতবাড়ি বা গুদাম নয়, নিষিদ্ধ শব্দবাজি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মাঠের মাঝখানে ধানের জমির আলে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। আকাশপথে ড্রোনের কড়া নজরদারিতে সেই লুকনো ডেরা নিমেষেই ফাঁস হয়ে গেল। জানা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত তুরকা গ্রামে প্রশাসনের নজর এড়াতে নির্জন ধানক্ষেতে বাজি লুকিয়ে রেখেছিল কারবারিরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধারে নামে বেলদা থানার পুলিশ। এলাকায় চিকুনি তল্লাশি শুরু হয়। সাধারণ নজরদারির বদলে অভিযানে গতি আনতে ব্যবহার করা হয় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। মাঠের

ওপর ওড়ানো হয় পুলিশি ড্রোন। চতুর্দিক থেকে কড়া পুলিশি ঘেরাটোপে চারপাশ মুড়ে ফেলে শুরু হয় আকাশপথে নজরদারি। ড্রোনের ক্যামেরায় তা দ্রুত ধরা পড়ে যায়। দেখা যায় ধানক্ষেতের আল বরাবর খড় ও ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে রাখা রহস্যজনক বস্তুগুলি। অবস্থান চিহ্নিত হতেই পুলিশবাহিনী সরাসরি কাদামাটি পেরিয়ে জমির আলে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় একাধিক বস্তাভর্তি নিষিদ্ধ শব্দবাজি। জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া এই সমস্ত বাজির ওজন প্রায় এক কুইন্টালের কাছাকাছি।

বাজেয়াপ্ত বাজির পাহাড় দেখে অবাক স্থানীয় বাসিন্দারাও। এত বিপুল পরিমাণ বাজি খোলা মাঠে লুকিয়ে রাখায় বড় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারত। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুত্রকে মারতে গিয়ে ধৃত মা

প্রতিবেদন : কাটোয়ায় ছয় বছরের মেয়েকে খুনের অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, তিন মাসের ছেলেকেও খুনের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে ওই মহিলার বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার পাঁচঘড়া এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার মৃত শিশুর বাবা পুপ্পেন্দু দাম কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি নিজে পুলিশকর্মী। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম প্রভাষা দাম। মঙ্গলবার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে তার দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। ঘটনার সময় পুপ্পেন্দু নিজের কর্মস্থল কলকাতায় ছিলেন। রাতে মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি কাটোয়ায় যান। জানা গেছে, পুপ্পেন্দুর বাড়ি কাটোয়ার অগ্রদ্বীপে। সাত বছর আগে পূর্বস্থলীর ছাতনির বাসিন্দা মৌপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের আগে ৬ মাস ধরে মৌপ্রিয়া কাটোয়ার পাঁচঘড়ায় তাঁর মামার বাড়িতে ছিলেন। মৌপ্রিয়ার মামা দেবীপ্রসাদ মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁর ভাগ্নির মানসিক সমস্যা ছিল। চিকিৎসা চলছিল। পরিবারের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের আট মাস আগে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন মৌপ্রিয়া। তবে স্বামী কিন্তু স্ত্রীর শাস্তিই চেয়েছেন।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বন্ধ সিঁদুরখেলা, পুজোর মধ্যেও মন খারাপের সুর

প্রতিবেদন : চলতি বছর থেকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বন্ধ সিঁদুরখেলা। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে দশমীর দিন সিঁদুরখেলার মজাই আলাদা। সীমন্তিনীরা বিশ্বাস করেন, এই রাজবাড়িতে সিঁদুরখেলা মানেই সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হল। আর সেই বিশ্বাস থেকেই প্রতিবছর কৃষ্ণনগর, নদিয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলা এমনকী কলকাতা থেকেও অনেকে যান এই সিঁদুরখেলায় অংশ নিতে। তবে এবার থেকে রাজবাড়িতে সিঁদুর খেলা বন্ধ হল। এবছর রাজ পরিবারের সদস্য সৌমেশচন্দ্র রায় প্রয়াত হয়েছেন। বাড়িতে কাল-অশৌচ। তাই পুজোর মাঙ্গলিক যে সব আচার, সেগুলি বাদ দিয়ে আর কিছুই হবে না বলে জানা গেছে। জানা গেছে,

অশৌচের জন্য এবার তেমন জাঁকজমক করে পুজো হচ্ছে না। পুজোর মাঙ্গলিক দিক সবই হবে। প্রতিপদ থেকে হোমকুণ্ড জ্বলবে নবমী পর্যন্ত। তবে এবার থেকে সিঁদুরখেলা বন্ধ। ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির শতাব্দীপ্রাচীন দুর্গাপুজো। দেবীবরণ দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান রাজবাড়ির নাটমন্দিরে। এরপরেই শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী সিঁদুরখেলা। রাজবধূকে প্রথমে মেটে সিঁদুরে রাঙিয়ে সমস্ত মহিলা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এবারের রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় সমস্ত আচার রীতিনীতি মেনে হলেও সিঁদুর খেলা কিন্তু আর হবে না। বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জনের আগে রাজ

পরিবারের সদস্য সৌমেশচন্দ্র রায় রাজ দালানে বসে থাকতেন, সিঁদুরখেলা দেখতেন তিনিও। এবার তিনি নেই। তাই সিঁদুরখেলাও বন্ধ। তবে নিয়ম মেনেই এবারও যষ্ঠীতে বোধন হবে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে। পাটে উঠবেন মা। এবার দুদিন সপ্তমী। সপ্তমীর ভোগ হিসেবে থাকবে সাত রকমের ভাজা, খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি, পায়েস। অষ্টমীতেও আট রকমের ভাজা, লুচি, তরকারি, চাটনি, পায়েস। এখানে মা মহামায়া। তাই তাঁকে আঁশভোগ দিতে হয়। সব সময়ে মাছের ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া রাজবাড়ির প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী শক্রবধ ও যাত্রামঙ্গলের মতো আচারগুলি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হবে।



রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কে
মারুতি গাড়ি ও টোটোর মুখোমুখি
সংঘর্ষে টোটোচালক-সহ মোট
পাঁচজন আহত হয়েছেন। বুধবার
হেমতাবাদের কাঁকড়শিং এলাকায়
এই দুর্ঘটনা ঘটে

পঞ্চায়েত সমিতির ভোটে বাজিমাত তৃণমূলের, কুপোকাত হল বিজেপি

সংবাদদাতা, বালদা : বিজেপির রণকৌশল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের সমর্থনে বালদা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন তৃণমূলের পুষ্পরানী মাহাতো। সভাপতি নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির ২৬ জন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের ৬ জন সদস্যের সমর্থন পাওয়ায় পুষ্পরানীর মোট ভোট দাঁড়ায় ১৪। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। নির্বাচনের পর কোটশিলা বাজারে যৌথভাবে মিছিল করেন কংগ্রেস ও তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। বালদার এসডিপিও গৌরব ঘোষ নিজে উপস্থিত থেকে নিরাপত্তার তদারকি করেন।

উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে এই পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সভাপতি দীপক সিংহ সভাপতি

বালদা-২

পদ ছেড়ে দেন। তারপর থেকেই বিজেপি নেতারা ক্রমাগত তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আদতে না কাজে লাগল না। তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য অর্জুন মাহাতো এবং কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ফনিভূষণ কুমার জানান, পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের আগে অধিকাংশ সদস্যকে পুলিশ ও বিজেপির ভয়ে বাড়িখণ্ডে আত্মগোপন করতে



■ নির্বাচনে জয়ের পর কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বিজয় মিছিলে তৃণমূলের পুষ্পরানী মাহাতো।

বাধ্য হতে হয়েছিল। পরে তাঁদের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। আদালতের নির্দেশের পর নির্বাচনে কংগ্রেসের সমর্থনে সভাপতি নির্বাচিত হন পুষ্পরানী মাহাতো।

দলের প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত, বিজেপিতে চরম কোন্দল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : দুর্নীতির মাত্রা ছাড়িয়েছে বিজেপি। শুধু রিপোর্ট নয়, খোদ দলের কর্মীরাই বলছেন এমনটাই। আর এনিয়ে দলের মধ্যেই কোন্দল চরমে উঠেছে। এবারের ঘটনাস্থল ইটাহার। কী ঘটেছে? ইটাহার ৫ নম্বর পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি পরিচালিত বোর্ডের অন্দরে তীর অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে এল। দলেরই ১৫ জন সদস্য নিজেদেরই নির্বাচিত প্রধান মাধবী রায় বর্মনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বৈরাচারী মনোভাব ও অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ২৩ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে ১৬ জন সদস্য নিয়ে বিজেপি বোর্ড গঠন করলেও, এক্যমতের অভাবে দলীয় কোন্দল এখন চরমে পৌঁছেছে। সদস্যদের অভিযোগ, প্রধান কাউকেই গুরুত্ব দিতেন না এবং সমস্ত কাজ একাই পরিচালনা করতেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থের বদলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ তুলে তাঁরা ইতিপূর্বে বিডিও অফিসে অনাস্থা জমা দেন।



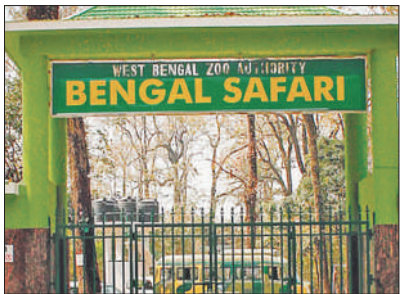
■ দলীয় কোন্দল থামাতে ছুটে আসে পুলিশ।

পরবর্তীতে মামলা গড়ায় আদালতে। অবশেষে প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে পঞ্চায়েত দফতরে অনাস্থা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে খোদ প্রধান বা বিরোধী দলের সদস্যরা অনুপস্থিত থাকলেও, বিজেপির ১৫ জন সদস্য উপস্থিত হয়ে নিজেদের দলেই গভীর ভাঙন ও অনাস্থার

বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ইটাহার থানার আইসি গৌতম চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল গেরুয়া শিবিরের সাংগঠনিক দুর্বলতাকেই বড়সড়ভাবে প্রকাশ করল।

বেঙ্গল সাফারিতে একের পর এক প্রাণীর মৃত্যু

প্রতিবেদন : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অথচ সেখানেই পর পর মৃত্যু হচ্ছে বিরল বন্যপ্রাণীদের। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, তিন মাসে সাতটি প্রাণীর মৃত্যু ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পার্কের চিকিৎসা ব্যবস্থা, নজরদারি এবং সামগ্রিক পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে। সিংহ থেকে স্যাঙ্গাই হরিণ, চশমা বাঁদর থেকে হিমালয়ান শকুন-মৃতদের তালিকায় রয়েছে একাধিক বিরল প্রজাতির প্রাণী। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমী ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে যুক্ত ব্যক্তিরা। তাঁদের দাবি, ধারাবাহিক মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং পার্কের পরিকাঠামো ও প্রাণীদের পরিচর্যার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হোক। কিন্তু গোটা ঘটনা ধামাচাপা দিতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন পার্কের



আধিকারিকরা। তথ্য বলছে, চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত তিন মাসে বেঙ্গল সাফারি পার্কে মোট সাতটি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এই একই সময়কালে ৬ জুলাই জন্ম হয়েছে মাত্র একটি ব্ল্যাকবাক বা কৃষ্ণসার হরিণের। গত ১৬ জুলাই একটি স্ত্রী ব্ল্যাকবাক বা কৃষ্ণসার হরিণের মৃত্যুর পর ১৮ জুলাই একই

দিনে প্রাণ হারায় একটি পুরুষসিংহ এবং একটি স্ত্রী স্পেকটাকলড লেঙ্গুর বা চশমা বাঁদর। এর কিছুদিন পরই ২২ জুলাই একটি পুরুষ ওয়াইল্ড ডগ এবং ২৭ জুলাই একটি পুরুষ আগসি ফিজ্যান্ট পাখির মৃত্যু ঘটে। আগস্ট মাসেও মৃত্যুর মিছিল থামেনি! ৬ আগস্ট একটি পুরুষ হিমালয়ান শকুন এবং ১৫ আগস্ট একটি অত্যন্ত বিরল প্রজাতির স্ত্রী ব্রাউ অ্যান্টলার্ড ডিয়ার বা স্যাঙ্গাই হরিণ প্রাণ হারায়। উল্লেখ্য, চলতি বছরের প্রথম ছ'মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যেই সাফারিতে ২০টি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছিল, যার পর গত তিন মাসে আরও সাতটি মূল্যবান প্রাণীর মৃত্যু পার্কের অবস্থাকে আরও সংকটজনক করে তুলেছে। ক্রমাগত প্রাণীর মৃত্যুতে পার্কের চিকিৎসা ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস ও নিরাপত্তা নিয়ে স্ফোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি।

বাঁচাতে হবে ভারতমাতাকে

(প্রথম পাতার পর) এই সময়টি আমাদের সকলের জন্য গণতন্ত্র রক্ষা করা, এক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার শপথ নেওয়া এবং রুখে দাঁড়ানোর সময়। একটা গোটা প্রজন্মকে ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টা। এটি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের সাংবিধানিক অধিকারকে কখনওই সমর্পণ করা চলবে না। বিজেপিকে তোপ দেগে নেত্রী আরও লেখেন, দেশের নানা প্রান্তে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে বাংলায় আমাদের ১৪ হাজার মানুষ পুলিশ ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন। সরকার ভুলে গিয়েছে ‘জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের সরকার’, তাদের পতন এখন আসন্ন।

দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রতি বার্তা দিয়ে নেত্রী লেখেন, লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে আমি বলছি : আপনাদের দিদি আপনাদের পাশে আছেন— আজ এবং চিরকাল! আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের ভারতমাতাকে রক্ষা করি। মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের পরই সৌরভ, আশুতোষ এবং অজিঙ্কে আটক করে দিল্লি পুলিশ। পরে তাঁদের প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট বা সতর্কতামূলক গ্রেফতার করা হয়। যদিও সিজেপির লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্সের প্রধান রত্না সিংয়ের অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত ধৃত নেতাদের সঙ্গে কোনও আইনজীবীকে দেখা করতে দেয়নি পুলিশ। রাতেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ দু-জনকে মন্দির মার্গ থানায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয়েছিল। আইনজীবীদের সওয়াল-জবাবের পর সৌরভদের পাঁচ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। অজিঙ্ক শিঙেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়েছে। ৫ হাজার টাকার বন্ডে এবং আগামী এক বছর জনশৃঙ্খলাভঙ্গকারী কোনও কাজে যুক্ত না থাকার মুচলেকায় ছাড়া পেয়েছেন তিনি। সিজেপি-র দুই নেতার গ্রেফতার নিয়ে সমাজমাধ্যমে সরব হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক লেখেন, যাঁরা বারবার জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, তাঁরাই এখন দেশের নাগরিকদের হাতে তেরঙ্গা নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর জন্য গ্রেফতার করছেন। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকেও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কেন্দ্রের এই অবস্থানকে কটাক্ষ করেই ‘পাকিস্তানিকৃত ভারত’ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অভিষেকের পোস্ট রিপোস্ট করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেও। লিখলেন, ‘থ্যাক ইউ, অভিষেক স্যার, আশুতোষ রাক্ষা এবং সৌরভ দাসকে বেআইনি ভাবে গ্রেফতার করার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য।’

অভিষেকের সুরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আক্রমণ করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কমিশনের প্রধান বাইরে থাকলেও সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাক্ষার মতো ছাত্রনেতাদের কেন পাঁচ দিনের হেফাজতে থাকতে হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, সব মনে থাকবে। দুই নেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়ে স্ফোভ প্রকাশের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মহুয়া।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও। তাঁর কথায়, প্রতিবাদের জন্য ছাত্রনেতাদের এইভাবে আটক বা গ্রেফতার করা আসলে কাপুরুষোচিত মানসিকতা। ছাত্রসমাজ, সাংবাদিক, বিরোধী পক্ষ— সকলে গণতন্ত্র বাঁচাতে পথে নেমেছে। রাহুলের বার্তা, যন্তর মন্তর ভারতের জনগণের। আমরা সেটা পুনরুদ্ধার করবই।

আশুতোষ এবং সৌরভকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে। তাঁর প্রশ্ন, ‘ওদের কী অপরাধ? ওরা যন্তর মন্তরে তেরঙা উড়িয়েছিল? তার পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে দীপকে বলেন, একটু সাহস দেখান! এ ভাবে ভিন্নমতকে দমন করার ব্যাপারে যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তবে কাপুরুষোচিত কৌশলের আড়ালে না-লুকিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করুন।

আগামী শুক্রবার দিল্লিতে নতুন বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) আত্মীয়ক অভিজিত দীপকে। দিল্লির কনট প্লেসে ‘লেহরা দো তিরঙ্গা’ বা ‘তেরঙা ওড়াও’ অভিযানে দেশের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যেও বার্তা দিয়েছেন।

ভিডি়োবাতায় দীপকে বলেছেন, আপনারা সকলে জানেন, সৌরভ আর আশুতোষকে শুধু দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানোর জন্য জেলে পাঠানো হয়েছে। সকল দেশভক্তদের কাছে আমার অনুরোধ, যাঁরা দেশকে এবং তেরঙা জাতীয় পতাকাকে ভালবাসেন, ১৬ অক্টোবর বিকেল ৫টায় সকলে কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে আসুন। সেখানে আমরা জাতীয় পতাকা ওড়াব। বলব, এটা কোনও অপরাধ নয়। যাঁরা আসতে পারবেন না, নিজ নিজ শহরে সন্ধ্যায় ‘তেরঙা অভিযান’ বার করুন। এই স্বৈরাচারীদের দেখিয়ে দিন, তেরঙা আমাদের গর্ব। সেটা ওড়ানো অপরাধ হতে পারে না।

এদিকে সিজেপি'র পর এবার জাতীয় রাজনীতির সোশ্যাল মিডিয়া স্পেসে আত্মপ্রকাশ করল ‘মাহি জনতা পার্টি’। মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইনস্টাগ্রামে ৩ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি ফলোয়ার জোগাড় করে ফেলেছে এই নতুন প্ল্যাটফর্ম।

১৯৯৩ সালে ঐতিহাসিক বোট ক্লাবে নিষিদ্ধ হয়েছিল সভা-সমাবেশ

আন্দোলনের ইতিহাসে প্রতিবাদের নাম যন্ত্র মন্ত্র



■ নয়াদিল্লির বোট ক্লাব।



■ যন্ত্র মন্ত্র।



■ রামলীলা ময়দান।

নয়াদিল্লি: কারণ বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি প্রতিবাদের ভাষা। জায়গা বদলেছে, কিন্তু কমেনি আন্দোলনের ঝাঁজ। বরং বেড়েই চলেছে। দিল্লির বোট ক্লাব থেকে শুরু করে যন্ত্র মন্ত্র, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। ভারতের গণ-আন্দোলন ও প্রতিবাদের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক এবং প্রতীকী জায়গা হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে যন্ত্র মন্ত্র। কিন্তু সিজিপি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, সব মিলিয়ে বিরোধী শিবিরের একের পর এক গণ আন্দোলনে এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছে মোদি সরকার যে যন্ত্র মন্ত্রের আন্দোলন এবং সভা-সমাবেশই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে তারা। তার বদলে রামলীলা ময়দান, বুরারি ময়দান, সিবিডি ময়দানের নাম ঘোষণা করে কেন্দ্র। লাগাতার আন্দোলনে ভীত মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

সমালোচনার ঝড় উঠেছে দেশ জুড়ে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, যন্ত্র মন্ত্রের কোনও টাকা দিতে না হলেও রামলীলা ময়দানে কিন্তু কর্মসূচির জন্য আয়োজকদের দিতে হবে ১.২১ লক্ষ টাকা।

কেমন করে দিল্লির যাবতীয় ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠল যন্ত্র মন্ত্র?

বলা বাহুল্য, শুরুতে কিন্তু আন্দোলনের পীঠস্থান বলতে যা বোঝায়, সেটি ছিল ইন্ডিয়া গেট লাগোয়া দিল্লির বোটক্লাব। স্বাধীনতার পরে ১৯৮৮ সালে কৃষক আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এই বোটক্লাবকে কেন্দ্র করেই। সেই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের কৃষক নেতা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাট পরিবারের সন্তান মহেন্দ্র সিং টিকাইত। ট্রাক্টর, গরুর গাড়ি,

গবাদি পশু, খাটিয়া এবং রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে বোটক্লাবে জমায়েত হয়েছিলেন কয়েক লাখ কৃষিজীবী। গ্রামীণ গণজাগরণের মুখ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজধানী দিল্লি। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, সেবার কৃষক আন্দোলনে বোটক্লাবে জমায়েত হয়েছিলেন প্রায় ৫ লক্ষ বিক্ষোভবাহী। কেন্দ্র তখন রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। এই আন্দোলনকে সামনে রেখেই তখন কংগ্রেস সরকারক কোণঠাসা করত নামে বিরোধীশিবির।

এরপর থেকেই আন্দোলনের জায়গা হিসেবে গুরুত্ব বাড়তে থাকে বোট ক্লাবের। মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতেও উত্তাল হয়ে উঠেছিল বোট ক্লাব এলাকা। এরপর নজর কেড়েছিল ৯০-এর দশকের বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি আন্দোলন। যদিও এর প্রকৃতি ছিল অনেকটাই ভিন্ন। সেই সময় দেশের নানা-

প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল হিংসা। ১৯৯৩ সালে বোটক্লাব প্রাঙ্গণে বড় মাপের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তখন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও।

এর পরেই যন্ত্র মন্ত্র রোডের অশোক রোড ও পালমেট স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অংশকে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। একের পর এক ঐতিহাসিক আন্দোলনের সাক্ষী হয় যন্ত্র মন্ত্র। দেশ জুড়ে আলোড়ন তোলে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। ২০১১ সালে আন্না হাজারের নেতৃত্বে এখানেই হয়েছিল ঐতিহাসিক দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন। ২০১২ সালে নির্ভয়া-কাণ্ডে ন্যায়বিচার এবং নারীনিরাপত্তার দাবিতে দুবার গণ আন্দোলনের সাক্ষী এই যন্ত্র মন্ত্রই। ২০১৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসাররা

ওয়ান র্যা ফ্ল, ওয়ান পেনশনের দাবিতে আন্দোলন করেন এখানে। ২০১৭ সালেও এই যন্ত্র মন্ত্রের সাক্ষী হয়েছিল অন্য এক কৃষক আন্দোলনের। খরা এবং খণের বোঝায় দিশাহারা তামিলনাড়ুর কৃষকেরা আন্দোলনে নেমেছিলেন এখানেই। ২০১৯ সালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ এবং এনআরসি-র প্রতিবাদে বিশাল জনসমাবেশ হয়েছিল এখানে। ২০২৩ সালে অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ আন্দোলনও হয়েছিল এখানেই। আর শিক্ষাসংস্কারের দাবিতে ও নিট-দুর্নীতির প্রতিবাদে কয়েকমাস আগে পড়ুয়াদের দুবার গণ-আন্দোলন তো সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা আন্দোলনের চাপ সহ্য করতে না পেয়ে শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন সেই সময়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

দিল্লি বিমানবন্দরে চরম হেনস্থার শিকার হলেন অভিজিৎ দীপকে

নয়াদিল্লি: নেপথ্যে কি বিজেপির উসকানি? সন্দেহ সেটাই। দিল্লি বিমানবন্দরে চরম হেনস্থার শিকার হলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। বুধবার মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র থেকে দিল্লি পৌঁছান দীপকে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে টার্মিনাল থেকে বের হওয়ামাত্রই বেশ কয়েকজন যাত্রী ঘিরে ধরেন তাঁকে। শুরু হয় একের পর এক কটাক্ষ। একজন যাত্রীকে চিংকার করে বলতে শোনা যায়, কেন নষ্ট করছেন দেশের পরিবেশ? এই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে নিউজ চ্যানেল। দেখা যাচ্ছে, টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে ব্যাগ হাতে হেঁটে যাচ্ছেন অভিজিৎ। তাঁকে ঘিরে তুমুল চিংকার করছেন একদল



যাত্রী। একজন বলছেন, কেন দেশের পরিবেশ নষ্ট করছেন? আর একজন যাত্রী আবার চিংকার করে বলছেন, ছিঃ ছিঃ। দীপকে অবশ্য কোনও জবাব দেননি। শুধু হাসিমুখে থান্ডস আপ দেখান। তার পরেই উঠে যান গাড়িতে।

লক্ষণীয়, গত ১০ অক্টোবর মুখ্য নির্বাচন যন্ত্র মন্ত্রের বিক্ষোভে যোগ দিতে আসার সময় ফ্লাইট থেকেই

অভিজিৎকে আটক করে পুলিশ। আটক করা হয় সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকেও। সেদিন দুপুরেই ঠাকুরমার মৃত্যুর খবর পান দীপকে। পরদিন দিল্লি পুলিশ তাঁকে মুক্তি দেওয়ার পরে মহারাষ্ট্রে ফিরে যান তিনি। বুধবারই আবার উড়ানে দিল্লি ফিরে আসেন দীপকে।

ধরনায় রাহুল-প্রিয়ঙ্কা

বছর চারেক আগে উত্তরাখণ্ডে নিহত হয়েছিলেন অক্ষিতা ভাণ্ডারি নামে এক তরুণী। বিচারের দাবিতে এবং বিজেপি নেতা দুম্ভাস্ত গৌতমকে সিকিমের রাজ্যপাল করার প্রতিবাদে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে বুধবার সম্মুখীন ইন্ডিয়া গেটের সামনে অবস্থানে বসলেন রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধী।

নীল-ড্রাম কাণ্ড, মুসকান ও তার প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড

মেরঠ: মেরঠের সেই নৃশংস নীল ড্রাম হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত স্ত্রী মুসকান ও প্রেমিক সাহিলের সাজা ঘোষণা করল মেরঠ আদালত। মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুতকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল ওই দুজন। বুধবার জেলা ও দায়রা আদালতে দোষীদের সাজা ঘোষণা হয়। সৌরভের পরিবারের দাবি মেনে দুই দোষীকেই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। হত্যার পরে নীল ড্রামে ভরে স্বামী সৌরভ রাজপুতের দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রী। আর সেই মামলায় এবার ফাঁসির সাজা পেল দুই অভিযুক্ত। ১২৬টি শুনানি ও ২২ জনের সাক্ষ্যদানের পর মুসকান ও সাহিলকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। অবশেষে এদিন সাজা ঘোষণা হল। জেলা কারাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেন মুসকান ও সাহিল। বিচারক দু'জনের কাছেই জানতে চান, সাজা ঘোষণার আগে তাদের কিছু বলার আছে কি না। কিন্তু নিজেদের বক্তব্য জানাতে চায়নি কেউই। অন্যদিকে, সৌরভের আইনজীবী আদালতে দুই দোষীর সর্বেচ্ছা শাস্তির আবেদন জানান। প্রায় দেড় বছর ধরে কারাগারে বন্দি মুসকান ও সাহিল। মেরঠ ডিভিশনাল জেলের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট বীরেশ রাজ শর্মার বক্তব্য অনুযায়ী, জেলে আসার সময় দু'জনেই মাদকাসক্ত ছিল। কারা কর্তৃপক্ষের কাউন্সেলিংয়ের সাহায্যে তিন মাসের মধ্যে তারা সেই অভ্যাস কাটিয়ে ওঠে। এরপর জেলের নিয়ম মেনে বিভিন্ন কাজেও যুক্ত হয়।

হাতের ভঙ্গিতে ঝড় তামিল রাজনীতিতে



চেন্নাই: সামান্য হাতের একটা ইশারাতেই বিতর্কের ঝড়। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের একটি স্লাইজিং ইশারা নকল করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়। এই নিয়ে বিধানসভার ট্রেজারি বেঞ্চে ওঠে হাসির রোল। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ডিএমকে। বিজয়কে সংঘের মানসপুত্র বলে কটাক্ষ করেছে।

বিক্ষোভের জেরে বিশৃঙ্খলা
তৈরির আশঙ্কায় দিল্লির একাধিক
মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকলেও
মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়নি।
সমালোচনার মুখে এবার এই
দাবি করল দিল্লি মেট্রো রেল
কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)

প্রতিবাদ দমনে নিলজ্জ বর্বরতা, দিল্লি পুলিশের মারে শ্রবণশক্তি হারালেন আন্দোলনকারী ছাত্রী!

ভুক্তভোগীদের পাশে নিয়ে সুর চড়ালেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি : দিল্লি পুলিশের নজিরবিহীন বর্বরতা সামনে এল। ভোটের তালিকার ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধন’ (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে চলমান আন্দোলন দমনে অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে চরম বর্বরতা ও দমনপীড়নের অভিযোগ এনেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার ১০ জানুয়ারি বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আক্রান্ত আন্দোলনকারীদের পাশে বসিয়ে রাহুল গান্ধী দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। এই সময় পুলিশ নির্যাতনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর এক কান বধির হয়ে যাওয়া এবং এক যুবককে মুখ আঁচড়ে চড়াপাড়া মারার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়।



সাংবাদিক সম্মেলনে কেরলমের বাসিন্দা আখিরা জানান, মঙ্গলবার বিক্ষোভের সময় তাঁদের যখন বাসে তুলে আটক করা হয়, তখন বাসে কোনও নারী পুলিশকর্মী ছিলেন না। কনট্রোল থানার বাইরে বাস থামিয়ে পুলিশকর্মীরা তাঁর কানের উপর সজোরে আঘাত করেন, যার ফলে তাঁর একটি কানের পর্দা ফেটে শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং চোখের ক্ষতি হয়েছে। রাহুল গান্ধী

আন্দোলনকারী ছাত্রীর উপর হওয়া নির্যাতন প্রসঙ্গে বলেন, গতবার আমি এক দৃষ্টিভঙ্গি হারানো ছেলেকে দেখিয়েছিলাম, আর আজ দেখুন, পুলিশের আঘাতে এই মেয়েটি তার এক কানের শ্রবণশক্তি হারিয়েছে। আরেকজন এনএসইউআই কর্মী তথা যুবনেত্রীকে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, আমাদের শেরনি, যাকে নির্মমভাবে মারধর করা

হলেও তার মনে কোনও ভয় বা বিদ্বেষ নেই। ওই ছাত্রী অভিযোগ করেন, বাস থেকে নেমে প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে চঞ্চল যাদব নামের এক পুলিশকর্মী তাঁর গলা টিপে ধরে পেছনের আসনে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন এবং নখ দিয়ে মুখ আঁচড়ে দেন। প্রতিবাদ জানালে তাঁকে সজোরে খাপ্পড় মারা হয়। অন্য এক বিক্ষোভকারী অভিযোগ করেন, পালামেন্ট স্ট্রিট থানায়

তাঁদের ১৫-২০ জন পুলিশ মিলে মারধর করেছে এবং বাসে নিয়ে যাওয়ার সময় লাগাতার শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এর আগে যুব কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেছিলেন যে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে এবং যৌনাস্পর্শ লাগি মেরেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে মোদি সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাহুল গান্ধী

আন্দোলনকারীদের প্রতিটি পুলিশ নির্যাতনের ভিডিও রেকর্ড করে কংগ্রেসের কাছে পাঠাতে আবেদন জানান। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, যখন এই লড়াই শেষ হবে, আমরা সমস্ত প্রমাণ ব্যবহার করব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, অনলাইনে কারচুপি করা অফিসার সীমা খান্না থেকে শুরু করে আমাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত তোলা সাধারণ কনস্টেবল— কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না, সবাইকে শাস্তির আওতায় আনা হবে।

এদিকে, ভোটের তালিকায় অনিয়ম এবং যন্ত্র মন্তরে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড্গে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ তিনি লেখেন, প্রথমে ভোটচুরি, তারপর প্রতিবাদের অধিকার চুরি— এটাই বিজেপির স্বৈরাচারের প্রমাণ। জ্ঞানেশ কুমারকে সুরক্ষা দেওয়া বন্ধ করুন। এসব ঘটনার প্রতিবাদে ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীতে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আর তা দমনে পুলিশি অত্যাচার মাত্রাছাড়া করার পথে হটিছে ভীত মোদি সরকার।

বিজেপিকে ভোট দিয়ে আদিবাসীরা ‘উপহার’ পেলেন জেসিবিবর হামলা

ভোপাল : ডবল ইঞ্জিন সরকার মানেই বেআইনি বুলডোজার নীতি প্রয়োগ। আর সর্বত্রই প্রধান টার্গেট গরিব, সংখ্যালঘু, আদিবাসী-সহ সমাজের প্রান্তিক মানুষজন। এবার মধ্যপ্রদেশের সিহোর জেলার একটি গ্রামে আদিবাসী পরিবারগুলির বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় খোদ রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মোদি সরকারের কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বুধনি বিধানসভার কোম্পি গ্রামে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়, যা অতীতে শিবরাজ সিং চৌহানের নিজস্ব বিধানসভা কেন্দ্র ছিল। এই ঘটনায় বারোলা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ১২টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাঁদের ফসল ও কুয়ো নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বন বিভাগ দাবি করেছে যে, বেআইনি জবরদখল হঠাৎই এই অভিযান চালানো হয়েছে। তবে বুধনির দীর্ঘকালীন

বুলডোজার নীতিতে 'নিজের ঘরেই' আগুন শিবরাজের

বিধায়ক তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌহান এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে জানান যে, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে যে সমস্ত মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছেন, তাঁদেরই কেন নিশানা করা হল তা বোধগম্য নয়। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের কাছে এই অবিচার, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কান্নাকাটি, ধ্বংস হয়ে যাওয়া ক্ষেত এবং বরবাদ হওয়া ভবিষ্যতের কথা তুলে ধরব। আমার মনে হচ্ছে, এটি মুখ্যমন্ত্রীকে হেয় করার একটি

যড়যন্ত্র। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ঘরবাড়ি ভাঙার ঘটনাকে গরিব আদিবাসী কৃষকদের বছরের পর বছর ধরে করা পরিশ্রমের ওপর আঘাত বলে উল্লেখ করেন চৌহান। তিনি বলেন, জেসিবিবর মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন ও কঠোর পরিশ্রম গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের গৃহহীন করা হয়েছে। বন বিভাগের এই ভূমিকাকে তিনি অত্যাচার ও অবিচারের চরমে পৌঁছানো বলে আখ্যা দেন। অন্যদিকে, এই ঘটনার পর মধ্যপ্রদেশ সরকারের অন্দরের ক্ষমতা দখল ও দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল কংগ্রেস। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিঙ্গারের দাবি, বিজেপি সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ আদিবাসীদের। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যখন দলেরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলছেন, তখন সরকারকে স্পষ্ট করতে হবে যে কবে এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হঠাৎ ছিনতাইয়ের আশঙ্কায় রুটবদল দিল্লিগামী বিমানের



জয়পুর : জামানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান পাইলটের কাছ থেকে সন্দেহজনক ছিনতাইয়ের সতর্কতা পাওয়ার পর বুধবার জরুরিভিত্তিতে সেটিকে জয়পুরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এআই-২০৩০ বিমানটি এদিন সকাল ৯:৩৫ মিনিটে জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে এবং নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য একটি আইসোলেশন বে-তে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্র অনুযায়ী, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন এই ঘটনার তদন্ত করছে।

প্রাথমিক পরীক্ষায় বিমানটির একটি বোয়িং ৭৮৭-৯, কার্যক্রম স্বাভাবিক পাওয়া যায়। ছিনতাইয়ের সতর্কতাটি পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় বলে সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর। নিরাপত্তা পরীক্ষার পর যাত্রীরা পুনরায় বিমানে ওঠেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, আহমেদাবাদ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সকাল ৯টার দিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিমানটি থেকে একটি জরুরি সংকেত পায়। পাইলট স্কোয়াক ৭৫০০ কোড সক্রিয় করেছিলেন বলে জানা গেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিমান চলাচল ট্রান্সপন্ডার কোড যা বিমান ছিনতাই বা বেআইনি হস্তক্ষেপ সম্পর্কে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে আগাম সতর্ক করতে ব্যবহৃত হয়। এই বিমানটিতে ২৯৩ জন যাত্রী এবং ১৩ জন ক্রু সদস্য ছিলেন।

ঘুরে আসুন হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে। এখানে কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বাড়িতে আজও নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন পূজা দেখার জন্য।

পূজার ভ্রমণ ৮



কনকদুর্গা মন্দির



তিন পুতুলের দুর্গা

পূজিতা হন ৩০০ বছরেরও অধিক প্রাচীন পিতলের জয় দুর্গা। শুধু দুর্গাপূজার সময় নয়, দেবীর পূজা হয় প্রতিদিনই। দেবীর মূর্তিটি সম্পূর্ণ পিতলের ও এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই মূর্তির উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন ফুট থেকে চার ফুটের কাছাকাছি। দেবী এখানে মহিষমর্দিনী, দেবীর পুত্র-কন্যারা অনুপস্থিত। রঘুনাথজি এবং শিবলিঙ্গও পূজিত হন নিতানৈমিত্তিক। প্রাচীন জনপদ শান্তিপুর শহরেই একমাত্র তিন পুতুলের মাতৃ আরাধনা করা হয়। শান্তিপুর শহরের বাইরে অন্য কোথাও খুব বেশি দেখা করা যায় না। শান্তিপুরের প্রাচীন ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, শান্তিপুর অ্যামেচার ক্লাব নিকটস্থ শান্তিপুর কল্যাণ বাড়ি, বর্তমানে যেটা উকিল বাড়ি নামে পরিচিত, সেই বাড়ির কর্ণধার শ্যামাচরণ প্রামাণিক এই মাতৃমূর্তিটি তৎকালীন মতিগঞ্জ মোড় নিকটস্থ

মুম্বয়ী মাতার মন্দির

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে মল্লরাজ জগৎমল্ল দুর্গা উপাসক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুর্গা মন্দিরই বাংলার সর্বাধিক প্রাচীন মহিষাসুরমর্দিনীর মন্দির। এই মন্দিরটি মুম্বয়ী মাতার মন্দির নামে বিখ্যাত। মন্দির ও বিগ্রহ ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হয়। দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর বিগ্রহটি সম্পূর্ণ গঙ্গার মাটিতে নির্মিত। দেবীর সঙ্গে একই কাঠামোয় সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ ও মহাদেব এবং মহাদেবের দুই অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী উপস্থিত। স্থানীয় ইতিহাস অনুসারে, মা মুম্বয়ী স্বপ্নে রাজাকে এই মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। এখানে দেবী দুর্গাকে মা মুম্বয়ী রূপে পূজা করা হয়। যদিও মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছিল, তবে প্রতিমাটি একই রয়ে গেছে। মাটির ঘাট স্থাপনের পর যথাক্রমে ‘বারো ঠাকুরানী’, ‘মেজো ঠাকুরানী’ এবং ‘ছোট ঠাকুরানী’র পূজার মাধ্যমে উৎসব শুরু হয়।



পতিতপাবনী দুর্গা



মুম্বয়ী মাতা

ঘাটে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গা থেকে তুলে নিয়ে আসেন এবং মতিগঞ্জ মোড়ে ঠাকুর মন্দিরের বেদীতে স্থাপন করেন। সারাবছর বহু মানুষ দেখতে যান। দুর্গাপূজার সময় ভিড় উপচে পড়ে। কীভাবে যাবেন? শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে শান্তিপুর। সেখান থেকে টোটো বা বাসে মতিগঞ্জ মোড়ে নামতে হয়। রানাঘাট, কালনাঘাট বা গুপ্তিপাড়া থেকেও বাস আছে। এই মন্দির শুধু ধর্মীয় স্থান নয় বরং নদিয়ার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি জীবন্ত নিদর্শন। শান্তিপুরের এই অনন্য জয়দুর্গা মন্দিরটি স্থানীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের একটি অন্যতম প্রতীক।

বাংলার বিভিন্ন জায়গায় আছে বেশকিছু প্রাচীন দুর্গামন্দির। নিত্যপূজো হয়। দুর্গাপূজো উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজো। দেখা যায় জনসমাগম। কয়েকটি দুর্গামন্দিরের উপর আলোকপাত করলেন অংশুমান চক্রবর্তী

বাংলার প্রাচীন দুর্গামন্দির

কনকদুর্গা মন্দির

ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের চিঙ্কিগড় কনকদুর্গা মন্দির। আনুমানিক ৫০০ বছরের বেশি পুরানো। এই মন্দিরটি রাজা গোপীনাথ নির্মাণ করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি স্বপ্নে এক মাতৃমূর্তির দর্শন করে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এও শোনা যায় যে রাজবংশের সময়ে নরবলি একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। দেবী কনকদুর্গার বিগ্রহ চতুর্ভুজ। উপরের দুই হাতে খড়্গ ও খর্পর। বাহন গোমোটক। ঘোড়া ও সিংহের সমন্বয়। এই বাহন প্রাচীনযুগের দুর্গা মূর্তিতে দেখা যায় এবং ঐতিহাসিকদের মতে এই বাহন বাঙালির আদিমাতৃকার দুই রূপ গোখাবাহিনী অরণ্যচণ্ডী এবং সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গার একাত্মতার প্রতীক। কনক দুর্গামন্দির পরিদর্শন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা দেয়। সুপ্রাচীন মন্দিরটি ডুলুং নামে একটি ছোট মোহনীয় নদীর পাশে ঘন জঙ্গলে অবস্থিত। বেশ কিছু বিরল প্রজাতির গাছ, পাখি এবং বানর এখানে দেখা যায়। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ের ভ্রমণ একটি মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা দেয়। পুরোনো মন্দিরটি বজ্রপাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার পর পাশের একটি নতুন মন্দিরে বর্তমানে দেবী কনকদুর্গা পূজিতা হন। পূজার সময় ঘুরে আসতে পারেন। কীভাবে যাবেন? কলকাতা থেকে ৬ নম্বর

জাতীয় সড়ক বা মুম্বই-কলকাতা মহাসড়ক ধরে ঝাড়গ্রামে পৌঁছাতে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে সড়কপথে ১৪ কিলোমিটার পথ এগোলেই চিঙ্কিগড়ের কনকদুর্গা মন্দির। ট্রেনে ঝাড়গ্রামে নেমে স্থানীয় গাড়িতেও যাওয়া যায়।

তিন পুতুলের দুর্গামন্দির

নদীয়ার শান্তিপুর মতিগঞ্জ মোড়ে একদম বড় রাস্তার বাঁকের মুখে এক কোটা মন্দির দেখা যায়। স্থানীয় মানুষেরা দুর্গাকোটা বলে থাকেন। এখানে



কনকদুর্গা

‘মহাষ্টমী-সন্ধিপূজা’র পবিত্র মুহূর্তে তোরণ প্রদক্ষিণ করা হয় এবং তারপর শাকসবজি উৎসর্গ করা হয়। কীভাবে যাবেন? ট্রেনে বিষ্ণুপুর স্টেশনে নেমে স্থানীয় গাড়িতে এই মন্দিরে পৌঁছানো যায়। কলকাতা থেকে যাওয়া যায় টানা গাড়িতেও।

পতিতপাবনী দুর্গামন্দির

হুগলি জেলার মেড়িয়া গ্রামে বিরাজিতা মা পতিতপাবনী দশভুজা দুর্গা। পালিত জমিদার বংশের আরাধিতা দেবী। বহু প্রাচীন এই শ্রীবিগ্রহ এবং মন্দির। এই বংশে পূজিতা হওয়ার আগে মা অন্য কোথাও ছিলেন। শোনা যায়, অষ্টধাতুনির্মিত এই সুদৃশ্য বিগ্রহকে ডাকাতেরা স্বর্ণভ্রমে নিয়ে যান। যখন ভ্রম ভাঙে তখন পথের ধারে একটি পাটখাতে মাতৃবিগ্রহ ফেলে রেখে চলে যান। পরে মা পালিতদের স্বপ্নাদেশ দেন। তাঁরা বিগ্রহটি উদ্ধার করে মন্দির নির্মাণ করিয়ে শ্রীধর নারায়ণ-সহ নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। এই বংশে আগেও দুর্গাপূজার রীতি ছিল। তাঁদের দালান এখনও আছে কিন্তু মা পতিতপাবনী আসার পরে মুম্বয়ীবিগ্রহের বদলে মাকেই দালানে নিয়ে গিয়ে পূজা করা হয়। নিত্যপূজো হলেও দুর্গাপূজার সময় আয়োজিত হয় বিশেষ পূজো। কীভাবে যাবেন? চুচুড়া বা ব্যান্ডেল থেকে মেড়িয়ার সড়কপথের দূরত্ব প্রায় ১৭ থেকে ২৪ কিলোমিটার। স্টেশন থেকে অটো বা টোটো রিজার্ভ করে যাওয়া যায়, অথবা আখনা হয়ে মেড়িয়া গ্রামের পালিত বাড়ি বা রথতলার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যায়।



ম্যাচে এগিয়েও ড্র,
হতাশ কেনরা

মাঠে ময়দানে

15 October, 2026 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩

১৫ অক্টোবর
২০২৬

বৃহস্পতিবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



■ রঞ্জিতে জয় দিয়ে শুরু বাংলার। দিল্লির উইকেট পতনের পর উচ্ছাস সূদীপদের।



■ মায়ামিতে ক্লাবের অনুশীলন শেষে ফেরার পথে লিয়োনেল মেসি। ■ চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম হ্যাটট্রিক। ব্রাগার ফুটবলার নিকোলোর উচ্ছাস। ■ বার্সেলোনার ঝড়, গোলাদাতা ফেরমিন লোপেজকে নিয়ে উৎসব সতীর্থদের।



■ বাকিংহাম প্যালেসের সামনে ব্রিটেনের রাজপুত্র উইলিয়ামের সঙ্গে ক্রিকেট খেললেন সৌরভ, লারা, রাহানেরা।



■ ব্রাগার কাছে অপ্রত্যাশিত হারের পর ইন্টার মিলানের তারকা লওতারো মার্টিনেজ।



■ পাকাপাকিভাবে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব পেয়ে ব্যাটিংয়ে মগ্ন স্মৃতি মাদান্না।

নটরাজনকে
ছেড়ে জিশানকে
দলে নিল
সৌরভের দিল্লি
ক্যাপিটালস।



জয় দিয়েই রঞ্জি শুরু বাংলার, স্বস্তি শাহবাজে



■ দিল্লিকে দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট করার পর বাংলার ক্রিকেটারদের স্বস্তি। শামি-অভিষেকের সাজঘরে ফিরছেন।

প্রতিবেদন : ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে এবারও রঞ্জি ট্রফির শুরুটা ভাল করল বাংলা। কল্যাণীর মাঠে দিল্লিকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। তবে অল্পের জন্য বোনাস পয়েন্ট এল না। ৬ পয়েন্ট এল বাংলার ঘরে। তবে পুজোর মধ্যেও ছুটি নেই অভিনবু ঈশ্বরগদের। বৃহস্পতিবারই দিল্লি যাচ্ছে বাংলা। শুক্রবার থেকে রাজধানীর পালাম মাঠে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ সুদীপ ঘরামিদের।

সার্ভিসেস ও কেরল— পরের দুই ম্যাচে দুই পেসার মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপকে পাবে না বাংলা। দু'জনেই ভারত 'এ' দলের হয়ে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন। তবে থাকছেন মহম্মদ শামি। অস্বস্তির মধ্যেই স্বস্তি শাহবাজ আহমেদ। চোটের কারণে প্রথম ম্যাচে খেলতে না পারেননি। পরের দুই ম্যাচে খেলবেন দলের বড় ভরসা এই স্পিনার-অলরাউন্ডার।

কল্যাণীতে তৃতীয় দিনেই জয় কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল বাংলার। দ্বিতীয় ইনিংসে বুধবার শেষ দিন

দিল্লি ভাল ব্যাট করলেও বাংলার বোলারদের দাপটে ২৭৭ রানের বেশি করতে পারেনি। সর্বাধিক ৮৫ রান করেন অধিনায়ক আয়ুষ বাদিনি। ৩ উইকেট নেন প্রদীপ্ত। দুটি করে উইকেট নেন আমির গনি ও সুমন্ত গুপ্ত। শেষ দু'দিন পিচে পেসারদের জন্য কিছু ছিল না। তবু বাংলার তিন পেসার শামি, মুকেশ ও আকাশের বুলিতে ১টি করে উইকেট।

বাংলার সামনে জয়ের লক্ষ্য ছিল ৮৯ রানের। ১৫.৩ ওভারে সেই রান তুলে দেয় বাংলা। দুই ওপেনার অভিনবু ও অক্ষর পাল দলকে জয়ের কাছে নিয়ে যান। অল্পের জন্য ১০ উইকেটে জিতে বোনাস পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি বাংলা। অক্ষর ৩৮ রান করে আউট হন। অধিনায়ক অভিনবু ৩৪ ও সুদীপ ঘরামি ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন। কোচ লক্ষ্মী বলেছেন, শেষ দিন পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। সুমন্তর স্পেল টার্নিং পয়েন্ট। তবে আমরা কখনও বিশ্বাস হারাইনি। জানতাম আমরাই জিতব। সেটাই হয়েছে।

মাঠেই মিটিং, রশিদদের প্র্যাকটিস বাতিলে রহস্য

প্রতিবেদন : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হারের পর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ইরাকের আল শোতার বিরুদ্ধে খালি হাতে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। ঘরের মাঠে দুদান্ত খেলো অজস্র সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে জেতা ম্যাচ ম্যাচ হেরে ফিরেছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। জোড়া হার ভুলে আইএসএলে নতুনভাবে সব কিছু শুরু করতে চায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে হাবাসের ইস্টবেঙ্গল বুধবার বিকেলে মাঠে এসেও অনুশীলন না করে হোটেলে ফিরে গেলেন। যা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়।

হঠাৎ কেন অনুশীলন বাতিল করা হল, তা নিয়ে সঠিক কারণ প্রথমে জানা না গেলেও রাতের দিকে ক্লাবের একটি সূত্রের খবর, কোচ হোটেলে টিম মিটিং না করে মাঠে তা করতে চেয়েছিলেন। তাই দলবল নিয়ে হাবাস নিউ টাউনের



সেণ্টার অফ এক্সপ্লোরেশনের মাঠে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কোচ, ফুটবলাররা অনুশীলন না-করে ফিরেও যান। কিন্তু শুধু টিম মিটিং করার জন্য কেন গোটা দল মাঠে আসবে? সেটা তো হোটেলেই সেরে ফেলা যেত? তাই জল্পনা বাড়ে। তবে ক্লাব সূত্রের দাবি, অনুশীলনে কোনও রহস্য বা গল্প দলবল নিয়ে হাবাস নিউ টাউনের

আইএসএলে নজর ইস্টবেঙ্গলের। রবিবার গোয়ার মাঠে চার্লি ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে লিগ শুরু করছেন মহম্মদ রশিদ, এডমুন্ডরা। মুম্বই সিটিকে হারিয়ে আইএসএলে অভিষেক ম্যাচ স্মরণীয় করে রেখেছে চার্লি। তাই সেবাস্তিয়ান গুটিরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই বেশ কঠিন হবে হাবাসের দলের।

পাঞ্জাবের জয়ে নাযক রাফায়েল

প্রতিবেদন : আইএসএলে শুরুটা দুদান্ত করল পাঞ্জাব এফসি। ঘরের মাঠে ওড়িশাকে ২-১ গোলে হারাল তারা। পাঞ্জাবের জয়ের নায়ক ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী রাফায়েল মেসি বাড়লি। দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে রাফায়েলের দাপটেই পুরো তিন

পয়েন্ট ঘরে তুলল পাঞ্জাব। রাফায়েল এদিন মাত্র ৩৯ সেকেন্ডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। আইএসএলের ইতিহাসে অন্যতম দ্রুততম গোল এটি। রাফায়েল নজির গড়লেন। ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার পর থেকেই ক্যামেরুনের এই ফরোয়ার্ড নিজের দক্ষতা এবং

পারফরম্যান্সের উন্নতি ঘটিয়েছেন। শুরুতে পিছিয়ে পড়ে ১৫ মিনিটের মাথায় গোল শোধ করে দেয় ওড়িশা। থোইবা সিং গোল করেন। এরপর ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে জয়সূচক গোল রাফায়েল মেসির। ৯৬ মিনিটে গোল করে পাঞ্জাবকে জিতিয়ে দেন তিনি।

জয় অস্মিতার হার সাত্ত্বিকদের

উদেনসে : ডেনমার্ক ওপেন ব্যাডমিন্টনে শুরুতেই হার সাত্ত্বিকসাইরাজ রণকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠির। মেয়েদের সিঙ্গেলসে হেরে গেলেন উন্নতি ছড়া এবং ছেলেদের সিঙ্গেলসে হার আয়ুষ শেঠিরও। তবে মহিলা সিঙ্গেলসে বুলগেরিয়ার কলোয়ানা নলবনতোভাকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় উঠলেন অস্মিতা চালিহা। অসমের মেয়ে জিতলেন ২১-১৮, ২২-২০ ফলে। সাত্ত্বিক ও চিরাগের জুটি হারলেন কোরিয়ার জে টি হে এবং এক্স রেনের কাছে। খেলার ফল ২১-১২, ১৫-২১, ১৯-২১। উন্নতি হারে কিউ হানের কাছে। খেলার ফল ২১-২৩, ২১-১৬, ১৬-২১ ফলে।

জেমির প্রস্তুতি, দিল্লি ম্যাচে হয়তো দলে বদল



■ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতিতে ড্রাজি, জেলকোভিচরা। বুধবার দিল্লিতে।

প্রতিবেদন : নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হেরে আইএসএল অভিযান শুরু করেছে মোহনবাগান। শুক্রবার রাজধানীতে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের। গোলের সুযোগ নষ্টের প্রবণতাই ভাবাচ্ছে কোচ পানার্জিওটিস দিলমপেরিসকে। এই অবস্থায় জেমি ম্যাকলারেনকে ফিট করে তোলার চেষ্টা হলেও দিল্লির বিরুদ্ধে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বুধবার সকালে হোটেলে জিম করার পর বিকেলে মাঠে নেমে অনুশীলন করে মোহনবাগান। দিল্লিতে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া ম্যাকলারেন বুধবার রিহ্যাব করেছেন। এখনও একশো শতাংশ ফিট নন তারকা অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার। বৃহস্পতিবার জেমিকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মোহনবাগান কোচ। দিল্লির বিরুদ্ধে কিছু সময় তাঁকে খেলানো সম্ভব কি না, তা নিয়ে শুক্রবার ম্যাচের দিন সকাল পর্যন্তও অপেক্ষা করতে

পারেন পানোস।

স্কটিশ স্ট্রাইকার লি এরউইন আগের ম্যাচে গোলের কাছে পৌঁছলেও ফিনিশিংয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ। একাই নর্থইস্ট ম্যাচে চারটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। ম্যাকলারেনের অভাব বারবার বোঝা যাচ্ছে। ছোট বক্সে জেমির উপস্থিতিই বিপক্ষকে চাপে রাখার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর ফিটনেস নিয়ে এখনও স্বস্তিতে নেই মোহনবাগান। তবু লম্বা লিগের কথা মাথায় রেখে জেমিকে নিয়ে ঝুঁকিও নিতে চায় না দল।

দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে দু-একটা বদল হলেও হতে পারে। ব্রাজিলিয়ান মিডিও মিগুয়েল ফিগুয়েরা শুরু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সামির জেলকোভিচ অথবা দেজান দ্রাজিচের মধ্যে একজনকে বসতে হবে। প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করে হেরেছে দিল্লি। তাই মোহনবাগানের কাজটা সহজ হবে না।



ফটোশুটে
রিয়াল
মাদ্রিদের
ভিনিসিয়াস,
বেলিংহামরা

মাঠে ময়দানে

15 October, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫

১৫ অক্টোবর
২০২৬

বৃহস্পতিবার

ছুটছে বার্সা, দূরন্ত আর্সেনাল

ইস্তানবুল, ১৪ অক্টোবর : গ্রিসে খেলতে গিয়ে ২৮ মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল বার্সেলোনা। কাতালান জায়ান্টদের স্তব্ধ করে ২-০ প্রায় করেই ফেলেছিল গালাতাসারে। তাদের দ্বিতীয় গোলের উৎসব থেমে যায় ভিএআরের হস্তক্ষেপে। বাতিল হয় গোল। ইস্তানবুলের রয়ামস পার্ক তখন টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু ম্যাচ শেষের স্কোরলাইনে সেই গালাতাসারেই বিধ্বস্ত। শুরুতে নিজেদের জালে দু'বার বল জড়াতে দেখা বার্সেলোনা এরপর গুনে গুনে চার গোল দিয়েছে। বার্সা জিতেছে ৪-১ গোলে। লামিনে ইয়ামালের তৈরি আক্রমণ থেকে গোল করেছেন জোয়াও কনসেলো, ফিরমিন লোপেজ, অ্যাছনি গর্ডন এবং করিম আদেয়েমি। দুটো গোলের পাস ইয়ামালের।



■ এজের গোল-উৎসব। পাশে গোলদাতা ফিরমিনের সঙ্গে উল্লাস ইয়ামালের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চলতি মরশুমে টানা ১০ ম্যাচ জিতল হাল্গি ফ্লিকের দল। এই ১০ ম্যাচে বার্সা গোল করেছে ৪৩টি। যার মধ্যে লা লিগায় ৮ ম্যাচে ৩৪ গোল এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুই ম্যাচে ৯ গোল। মাঠে নামলেই এখন চার-পাঁচ গোল করছে বার্সা। অপ্রতিরোধ্য লাগছে ইয়ামাল, ফিরমিনদের।

অন্য ম্যাচে ফরাসি ক্লাব লিলেকে

৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র ৭ মিনিটের ব্যবধানে তিন গোল করে জয় নিশ্চিত করে গানার্স। ৬৪ থেকে ৭১ মিনিটের মধ্যে তিনটি গোল করেন জুরিয়েন টিম্বার, এবেরেচি এজে এবং বুকায়ো সাকা। নরওয়ার ক্লাব

ভাইকিংয়ের বিরুদ্ধে ৩৮ মিনিটের মধ্যে ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ ৩-৩ ড্র করল বায়ার্ন মিউনিখ। হ্যারি কেনের জোড়া গোল। ৩০ বছর বয়স পেরিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় লিয়োনেল মেসিকে পিছনে



ম্যাচ হেরে ম্যান ইউয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন লিসাস্ত্রোর

মাদ্রিদ, ১৪ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ০-২ হারের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের অন্দরে অশান্তির আবহ। মাদ্রিদে ম্যাচের পর বিতর্ক বাড়িয়েছেন ম্যান ইউয়ের ডিফেন্ডার লিসাস্ত্রো মার্টিনেজ। সরাসরি আঙুল তুলেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষের দিকে। শুধু ফুটবলারদের পারফরম্যান্স নয়, ক্লাব ম্যানেজমেন্টের নিয়োগনীতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার।

টানা পাঁচ ম্যাচ জয়হীন ম্যান ইউ। গত মরশুমে প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় স্থানে শেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরলেও নতুন মরশুমে মূলত মাঝমাঠ শক্তিশালী করতেই বাজেটের বেশিরভাগ অর্থ ব্যয় করেছে ক্লাব। অ্যাটলেটিকোর কাছে হারের পর লিসাস্ত্রো রীতিমতো বোমা ফাটান। তিনি বলেন, খুবই খারাপ পরিস্থিতি। গত মরশুমে আমরা খুব ভাল খেলেছিলাম। তাই এবার ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে আরও বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম। অন্য দলগুলোও একাধিক ভাল ফুটবলার নিয়েছে। অ্যাটলেটিকোর দল দুর্দান্ত। ওরা এই জয়ের যোগ্য।

লিসাস্ত্রোর মন্তব্যে ইউনাইটেডের ডেসিংক্রমের একা ভেঙে যেতে পারে বলে মনে করছেন ক্লাবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ওয়েন রুনি। তিনি বলেন, এই ধরনের



■ অ্যাটলেটিকো ম্যাচে বল দখলের লড়াইয়ে লিসাস্ত্রো।

মন্তব্য দলের ডেসিংক্রমকে ভেঙে দিতে পারে। এটা সত্যিই প্রত্যাশার প্রতি অসম্মান। মার্টিনেজ পরোক্ষে বুঝিয়ে দিয়েছে, দলের অন্য ফুটবলাররা যথেষ্ট যোগ্য নয়। ক্রনো ফানভিজেরই শুধু এমন কথা বলার অধিকার রয়েছে। প্রকাশ্যে এমন কথা বলা উচিত নয়।

দলের আর এক ফুটবলার আমাদ দিয়ালোও ম্যাচ শেষে সমাজমাধ্যমে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। যা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

দরাজ ফিফা, ভারতও পাবে লাভের অঙ্ক

জুরিখ, ১৪ অক্টোবর : ফিফায় নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। বিতর্কের মধ্যেই নিজের পদ ধরে রাখতে মরিয়্যা জিয়ানি ইনফান্তিনো। অন্তত চার বছরের জন্য সভাপতি থাকতে চান তিনি। নির্বাচনের আগে দরাজ ফিফা প্রধান। এবারের বিশ্বকাপ থেকে লাভের অঙ্ক বণ্টনের সিদ্ধান্ত ইনফান্তিনোর। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে হাজির ফিফা প্রধান। তার লাভ পেতে পারে ভারতও। ফিফা সভাপতি প্রস্তাব দিয়েছেন, আগামী চার বছরের জন্য সদস্য দেশগুলির উন্নতির খাতে মোট ৬০,৪৩২ কোটি টাকা দেওয়া হবে। ফুটবলে প্রতিটি সদস্য দেশগুলি এই চার বছরের জন্য প্রায় ২৩৭ কোটি টাকা করে পাবে। ভারতের প্রাপ্য অর্থও অনেকটা বেশি হবে। এর আগে ভারত-সহ অনেক জাতীয় ফুটবল সংস্থা ৯৫ কোটি টাকা করে পেত। সেই অঙ্ক এবার অনেকটাই বাড়তে পারে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর ছ'টি মহাদেশের ফুটবল সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়েছেন ইনফান্তিনো। সেখানেই এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সিটির ট্রফি কাড়ার পক্ষে নন এনরিকে



ম্যাঞ্চেস্টার, ১৪ অক্টোবর : সিটি মাঠের লড়াইয়ে যে ট্রফিগুলো জিতেছে, সেগুলো তাদের কাছেই থাকা উচিত বলে মনে করেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। ইংলিশ ক্লাবটির বিরুদ্ধে প্রিমিয়ার লিগের আর্থিক নিয়ম ভাঙার অভিযোগ প্রমাণিত হলেও



শাস্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে চান এনরিকে। প্রিমিয়ার লিগের অভিযোগ, বাণিজ্যিক চুক্তির আড়ালে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে ও ব্যয় কম দেখিয়ে ৯০ কোটি পাউন্ডের বেশি আর্থিক অনিয়ম করেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তবে শুরু থেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে ক্লাবটি। রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনও করেছে সিটি। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সিটির বিরুদ্ধে জরিমানা, পয়েন্ট কেটে নেওয়া, এমনকী প্রিমিয়ার লিগে অবনমনের মতো শাস্তির খাঁড়াও নেমে আসতে পারে। কেড়ে নেওয়া হতে পারে তাদের জেতা সমস্ত খেতাবও।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এতিহাদে সিটির মুখোমুখি হওয়ার আগে পিএসজি কোচ এনরিকে বলেছেন, এমন কিছু শুনলে অবাক হতে হয়। তবে আমাদের প্রক্রিয়াটিকে সম্মান করতে হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি যদি শুধু ফুটবল আর মাঠে যা দেখি, তা নিয়ে কথা বলি, তাহলে বলব, মাঠে জেতা ট্রফিগুলো মাঠেই থাকা উচিত। সিটি সেগুলোর যোগ্য। তাদের খেলার ধরন আমার খুব ভাল লাগে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব যাদের, তারা তা নেবে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আশা করি, তারা শাস্তি এড়াতে পারবে।

লড়াইয়ে নেই পার্থিব চেয়ারম্যান প্রজ্ঞানই

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর : ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে বড় পরিবর্তন। অজিত আগরকারের উত্তরসূরি হিসাবে যাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছিল, সেই পার্থিব প্যাটেলই শেষ পর্যন্ত নির্বাচক পদে আবেদনই করলেন না। ফলে আপাতত প্রধান নির্বাচকের দায়িত্বে প্রজ্ঞান ওঝার থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল। বুধবার, ১৪ অক্টোবর ছিল নির্বাচক পদে আবেদনের শেষ দিন। সেই সময়সীমার মধ্যে আবেদন করেননি পার্থিব। তবে বোর্ড সময়সীমা বাড়ালে অথবা পার্থিব সিদ্ধান্ত বদলালে হয়তো পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে। প্রাক্তন নির্বাচক অজিত আগরকারের কার্যকালের মেয়াদ ৪ অক্টোবর শেষ হয়েছে। তাই তাঁর জায়গায় নতুন নির্বাচক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পাঁচ সদস্যের নির্বাচক কমিটিতে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে নতুন কাউকে নেওয়া হবে। আর সেই পদে পার্থিবের নাম প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল। ভারতের হয়ে ২৫টি টেস্ট খেলা প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটারকে সম্ভাব্য প্রধান নির্বাচক হিসাবেও দেখা হচ্ছিল। কারণ, বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচক কমিটির সদস্যদের মধ্যে যার টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি, তিনিই প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পেয়ে থাকেন।



কিন্তু পার্থিব আবেদন না করায় সেই সমীকরণটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। বর্তমানে নির্বাচক কমিটির দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিনিধি প্রজ্ঞান ওঝা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ভারতের হয়ে ২৪টি টেস্ট খেলা ওঝা বর্তমান কমিটির সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্রিকেটার। ফলে পশ্চিমাঞ্চল থেকে এমন কাউকে নিয়োগ করা হলে, যার টেস্ট খেলার সংখ্যা ওঝার চেয়ে কম, সেই ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচকের পদে ওঝার থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অন্যদিকে, পার্থিব আপাতত গুজরাট টাইটান্সের কোচিং দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পাশাপাশি, ধারাবাহিকতার হিসাবেও কাজ করছেন ভারতের এই প্রাক্তন উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান।



সিরিজে সমতা ফেরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

হোপের সেঞ্চুরি, দুরন্ত পল

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-২৪৭/৩ (২০ ওভার)
ভারত - ২২৩/৯ (১৯. ৩ ওভার)

হায়দরাবাদ, ১৪ অক্টোবর : রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রান উৎসবের রোমাঞ্চকর ম্যাচে ভারতকে ২৪ রানে হারিয়ে সিরিজে দুদান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতা ফেরাল ক্যারিবিয়ানরা। অধিনায়ক শাই হোপের বিধ্বংসী সেঞ্চুরি এবং পেসার কিমো পলের দুদান্ত বোলিংয়ের সুবাদে বুধবার শেষ হাসি হাসল তারা। আরও একবার দুরন্ত শতরান করে ম্যাচের সেরা হলেন শাই হোপ। এদিন টেসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। তবে হায়দরাবাদের ব্যাটিং-সহায়ক পিচে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত বুঝে যায় হার্টব্যাকিং ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের সামনে। ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই তাণ্ডব



■ কাজে এল না সঞ্জুর বোডো ইনিংস।

চালান ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা। দলের হয়ে অধিনায়ক শাই হোপ মাত্র ৫০ বলে অপরাজিত ১০২ রানের এক নজরকাড়া ও দুদান্ত ইনিংস খেলেন, যা সাজানো ছিল ৪টি চার ও ৯টি ছক্কা। এছাড়া শেরফান রাদারফোর্ড অপরাজিত থাকেন ৪৯ রানে। সিমরন

হেটমায়ের ৩৩ এবং রভম্যান পাওয়েল ২৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে নিখরাত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে পাহাড়সমান ২৪৭ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে প্রিন্স যাদব, অর্শদীপ সিং এবং অক্ষর প্যাটেল একটি করে উইকেট পেলেও অনেকেই রান দেন।

অন্যদিকে, ২৪৮ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ঝড় তোলেন ওপেনার সঞ্জু স্যামসন। তিনি মাত্র ২৩ বলে ৬টি চার ও ৪টি ছক্কা সাহায্যে ৫৬ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দলকে দারুণ সূচনা এনে দেন এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজের ১০০টি ছক্কাও পূর্ণ করেন। এছাড়া তিলক বর্মা (৪৩) ও নীতীশকুমার রেড্ডি (৪১) জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও তা পূর্ণ হতে পারেনি। নীতীশকুমার রেড্ডি মরিয়া চেষ্টা চালালেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি তিনি। চেষ্টা করেন। গ্যালারিতে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক প্রতিটি বাউন্সারিতে



■ সেঞ্চুরির পর হোপ। বুধবার হায়দরাবাদে।

উল্লাসে ফেটে পড়েন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাহাড়সম লক্ষ্যর চাপ এবং নিয়মিত উইকেট পতনের কারণে ভারতের রান তাড়ার গতি মিডল ওভারে কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে। ক্যারিবিয়ানদের বোলিং আক্রমণে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কিমো পল। যখন মনে হচ্ছিল ভারত হয়তো এই অসম্ভব লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলতে পারে, তখনই বল হাতে ম্যাজিক দেখান ক্যারিবিয়ান পেসার। তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ স্লোয়ার এবং নিখুঁত ইয়কারগুলোর কোনও উত্তর ছিল না ভারতীয় ব্যাটারদের কাছে। মাত্র ৪১ রান খরচ করে ৫টি

গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে ভারতের সব আশার প্রদীপ এক নিমেষে নিভিয়ে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৯.৪ ওভারে ২২৩ রানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস। বোলার অর্শদীপ সিং চেজ করার সময় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। ক্যারিবিয়ানদের এই জয়ের ফলে সিরিজ জমে গেল বলাই যায়। আগামী ১৭ অক্টোবর বেসালুরুতে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের ফাইনাল বা অন্তিম তথা পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, যেখানে নিখরাত হবে সিরিজের ভাগ্য। সেদিনই জানা যাবে শেষ হাসি হাসবে কারা!

চারে শ্রেয়াস, লাফ রেনশরও

দুবাই, ১৪ অক্টোবর: আইসিসি-র সদ্য প্রকাশিত ক্রমতালিকায় টি-টোয়েন্টিতে চতুর্থ স্থানে উঠে এলেন শ্রেয়াস আইয়ার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টি-টোয়েন্টি সিরিজে সেঞ্চুরি করার দৌলতে র‌্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি ঘটল ভারত অধিনায়কের। এখনও পর্যন্ত এটাই হল তাঁর কেরিয়ারের সেরা র‌্যাঙ্কিং। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন ইশান কিশান। দ্বিতীয়স্থানে আছেন অভিষেক শর্মা। তিলক বর্মা রয়েছেন নয় নম্বরে। সেইসঙ্গে ক্রমতালিকায় উপরে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু রেনশ এবং জশ হেজলউড। আইসিসি-র টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় প্রথম ১০০-র বাইরে থেকে একলাফে যুগ্মভাবে ৪৯ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি রেনশ। অস্ট্রেলিয়ার মানসি লাবুশেন চার ধাপ উঠে ৩৪ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন। পাশাপাশি, দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করামও চার ধাপ এগিয়ে যুগ্মভাবে দশম স্থানে পৌঁছেছেন। অন্যদিকে, টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় তালিকার শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। তবে টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের রবীন্দ্র জাডেজা।

টি-২০'তে উন্নতি করতে হবে: স্মৃতি

রায়পুর, ১৪ অক্টোবর : আগামী বছরের শুরুতেই মেয়েদের ক্রিকেটে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হচ্ছে। উদ্বোধনী টুর্নামেন্টে ভাল ফলের লক্ষ্যে আগামী তিন মাসের পরিকল্পনা করেছেন ভারতের নতুন অধিনায়ক স্মৃতি মাহান্না। হরমনপ্রীত কৌরের কাছ থেকে নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে নেওয়ার পর শুক্রবার থেকে স্মৃতির প্রথম পরীক্ষা। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম লড়াই রায়পুরে। এরপর রয়েছে একদিনের সিরিজ। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ।

নেতৃত্বের চাপ যাতে তাঁর ব্যাটিংয়ে প্রভাব না ফেলে তার জন্য সতর্ক স্মৃতি। তাই নেটে নিজের ব্যাটিংয়ে বাড়তি সময় দিচ্ছেন তারকা ব্যাটার। প্রস্তুতির ফাঁকেই বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে স্মৃতি ছোট ফরম্যাটে উন্নতির অনেক জায়গা রয়েছে। তিনি বলেন, গত দেড় বছরের মধ্যে আমরা ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছি। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এমন কিছু বিষয় ছিল, যা নিয়ে আমাদের কাজ করার প্রয়োজন ছিল। আমাদের আরও অনেক কিছু নিয়ে কাজ করতে হবে। এই ফরম্যাটে আরও পরিশ্রম করতে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে আমাদের ছ'টি টি-টোয়েন্টি আছে। এই ম্যাচগুলিতে দল হিসেবে একটা মান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব। স্মৃতি আরও বলেছেন, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ দারুণ উত্তেজক হবে বলে মনে করি। এদিকে বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মনহাস মনে করেন, মহেন্দ্র সিং ধোনি যেমন বিরাট কোহলিকে গাইড করেছেন, স্মৃতির ক্ষেত্রেও তেমনই ভূমিকা হওয়া উচিত হরমনপ্রীতের।



■ অধিনায়ক স্মৃতি মাহান্না।

দ্বিতীয় টেস্টে রাবাডার ফেরার আশায় বাড়ুমা



কেপ টাউন, ১৪ অক্টোবর : চোট সারিয়ে ফেরার পথে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো

রাবাডা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গোবেখায় দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ভারবানে প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি রাবাডা। অধিনায়ক টেন্ডা বাভুমা জানিয়েছেন, রাবাডার সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ভালোভাবেই এগোচ্ছে। প্রথম টেস্টে ওকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত ছিল সতর্কতামূলক বিষয়। পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠার জন্য ওকে আরও কয়েক দিন সময় দিতে চেয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রথম টেস্টে রাবাডার অভাব ভালোভাবেই টের পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২১৪ রানে হেরে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে প্রোটিয়ারা।

প্রসিধ-হর্ষিতদের অপেক্ষা পিছিয়ে গেল দল নির্বাচন

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ড সফরের দল ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না গৌতম গম্ভীর। পেসার প্রসিধ কৃষ্ণ, হর্ষিত রানা এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থের জন্য অপেক্ষা করতে চান ভারতীয় দলের হেড কোচ। তাই পিছিয়ে গেল ওয়ান ডে দল ঘোষণা। এমনটাই জানা গিয়েছে, বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে।



বোর্ডের সূত্র মারফত জানানো হয়েছে, পন্থ এবং কৃষ্ণ দুজনেরই চোট প্রাথমিকভাবে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু সিওই কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। এই কারণেই সিওই-তে রিপোর্ট করার সময় তাদের দুজনকেই তিন সপ্তাহের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। আর রানাকেও আট নম্বরে ব্যাটিং করা একজন সিম বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে একেবারে উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ভারতীয় ক্রিকেট দলের একদিনের স্কোয়াডে ডাক পাওয়ার দৌড়ে উঠে এলেন মুম্বইয়ের অলরাউন্ডার সুযোগেশ শেডগে। সব ঠিক থাকলে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের দলে থাকতে পারে তাঁর নাম। অস্ট্রেলিয়া 'এ'-র বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত হওয়া একদিনের সিরিজে ব্যাট ও বল দুই বিভাগেই নজরকাড়া

পারফরম্যান্স করেছেন ২৩ বছরের এই ক্রিকেটার। সুযোগের পারফরম্যান্সে সম্ভবত নির্বাচকরাও। ফলে এই তরুণ ক্রিকেটারের সিনিয়র দলে ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল। অস্ট্রেলিয়া 'এ'-র বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচে চার উইকেট নিয়েছিলেন সুযোগেশ। শেষ একদিনের ম্যাচে ব্যাট হাতে ৬৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসও খেলেছিলেন। এর আগে ইংল্যান্ড সফরে ভারতের হয়ে তিনটি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি সুযোগেশ। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, টেস্ট সিরিজে নীতীশ কুমার রেড্ডির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে। চতুর্থ পেসার হিসেবে বোলিং করার পাশাপাশি, নীচের দিকে ব্যাটিংয়েও তাঁকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। তাই নীতীশকে সব ক'টি একদিনের ম্যাচে খেলানো সম্ভব নাও হতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে সুযোগেশের মতো পেস বোলিং করতে পারা অলরাউন্ডারকে দলে নেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, হার্দিক পাণ্ডিয়া দীর্ঘ দিন ধরে চোটের সমস্যায় ভুগছেন। ফলে তাঁর বিকল্প খুঁজতে চাইছে বোর্ড।